শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

জীবন যামিনী।

অর্থাৎ

স্বরস কাব্য।

জিরাট সন্নিধ্য বলাগড়ি নিবাসী

শ্রীকালীকুমার বন্দোপাধ্যায়

দ্বারা রচিত।

যোজনগন্ধা প্রভৃতি গ্রন্থকার

কবিবর

শ্রীযুক্ত বাবু বনয়ারি লাল রায় দ্বারা

সংশোধিত হইয়া

ইদানীং

—

শ্রীদিননাথ দাসের

কলিকাতা

কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল

ভূমিকা।

এই কাব্য প্রচলিত সুললিত সরল সাধু ভাষায় রচিত হইল ইহার ভাব লালিত্য যে কতদূর প র্য্যন্ত সুমধুর তাহা গুণগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠ করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন ফলে ইহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে এমত বলিতে পারিনা তবে এই মাত্র ভরসা যে ইহার কোন স্থানে প দের ব্যভিচার দোষ রাখা হয় নাই যতদূর প র্য্যন্ত সাবধানতা ও যত্নবান হইতে হয় তাহাতে ত্রুটি হয় নাই বর্ত্তমান সময়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ আছে তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশই লেখ কদিগের রচনা দোষ প্রযুক্ত প্রকাশ্য বারবিলা সিনীর ন্যায় গণ্য হওয়াতে ধীর বৃন্দের নয়না নন্দদায়িনী ও মনোরঞ্জনী হয় নাই সুতরাং সহ সা কেহ যদি কোন গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করণে যত্নশী ল হয়েন তদ্দারা বুধগুলির নিকট কেবল পরি হাস ভাজন হয়েন কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টি ক রিলে সম্যক প্রতীতি হইতে পারে যে তত্তল্লেখ কদিগের রচনা গুণই প্রধান কারণ।

অন্যান্য রসাপেক্ষা শৃঙ্গার রস যে মনোহর ইহা সর্ব্ব জাতীয় মতের সহিত এক প্রকার বিল ক্ষণ ঐক্যতা দৃষ্ট হইতেছে ইংরাজি ভাষায় শৃঙ্গা র রস ঘটিত যে পুস্তক প্রচলিত আছে তাহা

সুদ্ধ পুচ্ছন্ন ভাবে থাকায় অত্যন্ত সুমধুর ও সুশ্রা
ব্য হইয়াছে লেখকগণ যদ্যপি যথার্থ ভাবে
লেখনী সঞ্চালন করেন তাহা হইলে আর কো
ন আক্ষেপের বিষয় থাকে না তবে ইহা স্বীকা
র করিতে হইবে যে যে স্থলে যে শব্দের পুয়ো
গাবশ্যক তাহা পরিত্যাগ করিলে পদ্য রচনা
র কোন ক্রমে লালিত্য রস থাকে ব্যবহৃত শ
ব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ যোগ করিলে কখন
সুশ্রাব্য ও উত্তম হইতে পারে না অতএব যে
স্থলে যে শব্দের পুয়োগাবশ্যক তাহা এই গ্রন্থে
ব্যবহার করা হইয়াছে।

শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং জিরাট বলাগড়

নির্ঘণ্ট।

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় নিরঞ্জন, পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন,
তব ভয় বিনাশন কারী।
গুণাতীত গুণময়, দয়াময় জ্যোতির্ময়,
প্রণব আকার রূপ ধারী॥
জয় জয় ভুবনাথ, অখিল জনেরি তাত,
দীননাথ জগত্ কারণ।
জয় জয় নারায়ণ, পরম আরাধ্য ধন,
নিরাকার নিখিল রঞ্জন॥
জয় জয় তমোহর, হৃদয়ের তমোহর,
বিভাকর বিভাকর দান।
জয় জয় সরাৎসার, সকলেরি মূলাধার,
নিরাধার নিত্য ভগবান॥
জয় জয় কৃপাকর, দীন হীনে কৃপাকর,
কাটি দেহ মায়া মোহজাল।
কত আর এই রূপে, মগ্ন রব ভ্রমকূপে,
আসিতেছে সে ধীবর কাল॥
তুমি বিভু জ্ঞানাঞ্জন, দেহ মোরে জ্ঞানাঞ্জন,
সৎ পথ করি দরশন।
পদার্থ বিচার করি, ওহে হরি কাল হরি,
পরি হরি বিষয় কানন॥

জীবন যামিনী ॥

রাজবর্ণন ॥
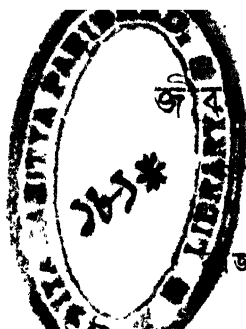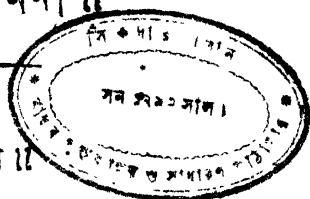
কর্ণাট নগরে বাস, যশচন্দ্র সুপ্রকাশ,
মহারাজ তেজস্পুঞ্জ রায় ।
প্রতাপে রাবণ সম, কিবা বল পরাক্রম,
উপমা নাহিক এধরায় ॥
যুদ্ধেবীর বুদ্ধেধীর, সীমানাহি সুখ্যাতির,
অবনীর প্রিয়পুত্র রায় ।
শ্রীরাম সমান গুণ, নানাগুণে সুনিপুণ,
দানে দাতা কর্ণসেন প্রায় ॥
ধনে ধনাগার পূর্ণ, প্রজা পুঞ্জ নহে ক্ষুণ্ণ,
রাজ্যে নাহি দুঃখের সঞ্চার ।
সর্ব্বদা আনন্দ ময়, দেশে দ্বেষ নাহিরয়,
প্রতি গৃহে আনন্দ অপার ॥
রাণী পুণ্যশীলা অতি, নাম ধরে তারাবতী,
সাবিত্রী সমান গুণ তার ।
রূপ জিনি কামনারী, কিবা গুণ বলি হারি;
রূপে গুণে অতি চমৎকার ॥
কিন্তু কন্যা পুত্র বিনে, নহে সুখী নিশিদিনে,
সুখ যেন শূল সম বাজে ।
যে ঘরে সন্তান নাই, তথা সুখ নাহি পাই,
ভাগ্য হীন ধরণীর মাঝে ॥

নৃপতির নাহি সুখ, সর্ব্বদা বিদরে বুক,
পুত্র বিনা ভেবে শীর্ণ কায়।
অসার ভাবিয়ে রাজ্য, মনেতে করিল ধার্য্য,
কাননে ভ্রমিতে সাধ তায় ॥
রাণীরে ডাকিয়া বলে, ভাসিয়া নয়ন জলে,
ছার বাসে কিবা প্রয়োজন।
মনন করেছি আমি, হইব কানন গামি,
পরমেশে করিব সাধন ॥
পতির বুঝিয়া মন, সতী বিনাইয়ে কন,
ইকি নাথ নির্ঘাত বচন।
গৃহেতে রহিব আমি, কাননে যাইবে স্বামী,
সতী কি ছাড়েহে পতিধন ॥
ধৈর্য্যধর নরপতি, আরাধিব হৈমবতী,
বংশধর করিয়ে কামনা।
শুনেছি সে নাম ফলে, দুঃখ খণ্ডে ফল ফলে,
ফলদাত্রী তারা ত্রিনয়না ॥

তারাবতী কর্ত্তৃক ভগবতী আরাধনা।

রাজাকে সান্ত্বনা করি রাণী তারাবতী।
মৃদু মধুস্বরে কহে প্রিয় দাসী প্রতি ॥
সদা মন উচাটন পুত্রের লাগিয়া।
এদেহ ত্যজিব আমি তারা আরাধিয়া ॥
মন সাধে ভক্তি যোগে পূজিব উমারে।
শীঘ্র আয়োজন করি দেহগো আমারে ॥
আজ্ঞামাত্র আয়োজন দাসী করে দিল।
তারা আরাধিতে তারা পূজায় বসিল ॥
আরক্ত চন্দন জবা লয়ে সযতনে।

আনন্দে আনন্দময়ী পোজে হৃষ্টমনে ॥
আমি অতি অভাগিনী ভজন কি জানি ।
বিশেষ অবলা জাতী ওগো ভবরাণী ॥
ত্বংহি শিব মনোরমা অশিব নাশিনী ।
দুরন্ত নিশুম্ভ শুম্ভ বিনাশ কারিণী ॥
জগত ঈশ্বরী ত্বয়ী মোক্ষ প্রদায়িনী ।
ঘোর রূপা মহামায়া ঘর্ঘর নাদিনী ॥
শবাসনা ত্রিনয়না ত্রিশূল ধারিণী ।
সুর রিপু বিনাশিনী অভয় দায়িনী ॥
কাল কান্তা কাল রূপা কপাল মালিনী ।
কৌমারী কামদা কালী ত্রিপান্ত কারিণী ॥
অট্ট অট্ট ঘোর ঘট্ট মৃদু হাস হাসিকে ।
লট্ট পট্ট কেশজাল কিবে শোভা ধারিকে ॥
বিশ্বজয়ি রূপাময়ি গিরি রাজ বালিকে ।
চণ্ড মুণ্ড নিপাতিনি রক্তদন্তি কালিকে ॥
সুলোলিত নৃত্য গীত হর মনো হারিকে ।
সত্ত্ব রজ তমগুণে ত্রিভুবন পালিকে ॥
হর দুঃখ হর জায়া নাহি সহে যন্ত্রণা ।
দয়া করি সিদ্ধ কর অধীনীর কামনা ॥

তারাবতীর পুত্র বর প্রাপ্ত ।

এই রূপে প্রতি দিন রহে শুদ্ধমতী ।
তারা আরাধনা করে সতী তারাবতী ॥
ভক্তের অধীনা হন ভকত বৎসলা ।
তারার তপের বলে হলেন চঞ্চলা ॥
সন্তুষ্টা হইয়ে দেবী হাসিতে হাসিতে ।
করি অরি আরোহিয়ে এলেন মহীতে ॥

কহিছেন মহামায়া অদেখা হইয়া।
মনোমত বর লহ ওগো তারা প্রিয়া॥
তোমার তপের বলে নারিনু রহিতে।
বরদান হেতু আমি এলেম মহীতে॥
শুনি সতী তারাবতী তারার বচন।
প্রেমে গদ গদ চিত্ত লুণ্ঠমানা হন॥
সকাতরে বিনয়েতে কহিতে লাগিল।
এত দিনে অধিনীরে স্মরণ হইল॥
আমি কি মা বর লব দেহ গো আপনি।
অন্তর জামিনী তুমি জানত জননী॥
বুঝিয়ে তারার মন কহেন অভয়া।
হবে শীঘ্র পুত্রবতী করিলাম দয়া॥
ধনে মানে গুণে সুত উত্তম হইবে।
নিজ বাহুবলে রাজ্য হরিষে পালিবে॥
বর দিয়া বরদা হলেন অন্তর্ধ্যান।
বর পেয়ে তারাবতী পতি পাশে যান॥

রাজরাণীর পুত্র পাপ্তি।

রাণী হৃষ্টা হয়ে বরে, কহে গিয়া নৃপবরে,
শুনিয়ে ভূপতি পুলোকিত।
মঙ্গল বিধান তরে, দীন জনে দান করে,
যাগ যজ্ঞ করে মনোনীত॥
ভাগ্যকে খণ্ডন করে, পরে বরদার বরে,
গর্ব্ভবতী হইল তারাবতী।
গর্ব্ভের লক্ষণ যত; সব হল সমাগত,
দেখি রাজা পুলোকিত অতি॥

চলিতে সকতি নাই, দোহাইনা মানে হাই;
কৃশাঙ্গী কম্পি তা অঙ্গভরে।
ভূতলে অঞ্চল পাতি, নিদ্রা যায় দিবারাতি,
মৃত্তিকা ভক্ষণ সুখেকরে ॥
ছলাচারি কর্ম্ম যাহা, সমাধা করিল তাহা,
মিলে যত ছলাঙ্গনা সব।
জ্ঞাতি বন্ধু করি সাধ, রাণীরে খাওয়ায় সাধ,
দিন দিন নব মহোৎসব ॥
পূর্ণ হল দশমাস, শুভদিন সুপ্রকাশ,
প্রসব বেদনা পায় রাণী।
নারীগণ হর্ষ যুত, ভূমিষ্ঠ হইল সুত,
অপরূপ সেরূপ বাখানি ॥
যেন নব শশোধর, উদয় ধরণী পর,
মরি মরি কিবা মুখ ছাঁদ।
রূপে গৃহে আলোকরে, সুবন্ত লজ্জায় মরে,
রতিপতি গণে পরমাদ ॥
প্রসব যাতনা যত, লিখিয়ে জানাব কত,
রাণী রহে হয়ে অচেতন।
কিছু ক্ষণ পরে তার, জ্ঞানোদয় পুনর্ব্বার,
নারীগণ করে নিবেদন ॥
ওগোরাণী কিবাকর, ধরধর বংশধর.
শশধর ধরায় উদয়।
ফিরে দেখ বিধুমুখী; এখনি হইবে সুখী,
যাতনা ঘুচিবে সুনিশ্চয় ॥
হেরিয়ে সুতের মুখ, রাণী পাসরিল দুখ,
আহ্লাদে বচন নাহি সরে।

ক্রোড়ে করি সুকুমার, হেরে রাণী অনিবার,
নেত্র নীরে ভাসে সুখ ভরে ॥
যত সহচরীগণে, অতি পুলোকিত মনে,
নৃপবরে সুসংবাদ দিল।
সখী মুখে শুনি বাণী, পুলোকিত দণ্ডপাণি,
নিজ হার সিরপা করিল ॥
দীনে করে বিতরণ, যেন বারি বরিষণ,
যনগণ যন যন করে।
সকলে সন্তুষ্ট হয়ে, মনোমত ধন লয়ে,
আশীর্ব্বাদ করে উচ্চৈঃস্বরে ॥
বাজিছে বাজনা কত, নহবত শত শত,
তুরী ভেরী কাড়া ঢোল কাঁসি।
মধুর সানাই রবে, গৃহে আর কেবা রবে,
বাজিতেছে সুমধুর বাঁশি ॥
নাচিছে নর্ত্তকী গণ, রূপে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
হাব ভাব ভঙ্গি চমৎকার।
এই রূপে নৃপবর, লয়ে বন্ধু সহোদর,
নিমগ্ন হরিষে অনিবার ॥

জীবনের বিবাহ জন্য রাজার উদ্যোগ ॥

শশি কলামত নৃপসুত বৃদ্ধি হন।
জ্যোতিষে রাখিল নাম গণিয়ে জীবন ॥
নানা শাস্ত্রে বিশারদ হইল কুমার।
ধন্য ধন্য করে লোক বুদ্ধিতে তাহার ॥
সমবয় সখা সঙ্গে রঙ্গে কাল হরে।
দিবা নিশি নানা শাস্ত্র আলোচনা করে ॥
কভু বা উদ্যানে রয় কভু নীড়ে বাস।

নানা স্থানে সুখে ভ্রমি করয়ে বিলাস ॥
এই রূপে নৃপসুত সুখে কাল হরে ।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল ষোড়শ বৎসরে ॥
এক দিন তারাবতী ভূপতিরে কয় ।
প্রাণনাথ ভ্রান্ত কেন হলে অতিশয় ॥
জীবন যৌবন তরু করেছে ধারণ ।
কি যুক্তি করেছ তার বিয়ের কারণ ॥
জীবনের বিভা দিতে সাধ নাহি মনে ।
পুত্রবধূ মুখ কবে দেখিবে নয়নে ॥
কত কাল আর ভবে ধরিব জীবন ।
শুভ কর্ম্মে বিলম্বের কিবা প্রয়োজন ॥
রাণীর বচনে রায় হাস্য করি কয় ।
এ আর ছিলনা মনে হইবে তনয় ॥
হেরিলেন ভগবতী করুণা নয়নে ।
তোমার ব্রতের ফলে পেয়েছি জীবনে ॥
আমার কি সাধ নাই বিভাদিতে তার ।
সেদিন হইবে যবে লিপি বিধাতার ॥
এখনি আনাব ডাকি যত ভাটগণ ।
সর্ব্ব দেশে সকলেরে করিব প্রেরণ ॥
এতবলি মহীপাল পুলকে পূরিল ।
বাহির দেয়ানে আসি সুখে বার দিল ॥
বলিলেন মন্ত্রিবরে কথা সবিশেষ ।
ভাটগণে ডাকি বারে করিল আদেশ ॥
আজ্ঞা মাত্র ভাটগণ হাজির হইল ।
আহ্লাদে অবনী পতি কহিতে লাগিল ॥
কুমারের বিভা দিব বাসনা অন্তরে ।

কন্যা অন্বেষণ কর নগরে নগরে ॥
যেমন জীবন মোর কাঞ্চন মুরতি।
তাহার সদৃশ কন্যা হবে রূপবতী ॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি হরিষ অন্তরে।
কন্যা অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তরে ॥

জীবনের বন্ধুগণের সহিত কথোপ কথন।

জীবনের বন্ধু গণ শুনি সমাচার।
জীবনে কহিছে গিয়ে আনন্দ অপার ॥
একি শুনি সখা আজি ভূপতি সভায়।
তব বিভা হেতু ভাট পাঠালেন রায় ॥
এতদিনে প্রজাপতি বুঝি সানুকূল।
ফুটাইল সুখময় বিবাহের ফুল ॥
বিবাহ করিবে আগে শিখ রঙ্গরস।
বাসরে ঠকিলে হবে বড় অপযশ ॥
রমণী সমাজে হলে অবনত শির।
লজ্জায় পড়িবে তবে শুন ওহে ধীর ॥
জীবন কহিছে ওহে শুন বন্ধু গণ।
আমারে কথায় জেনে সে নারী কেমন ॥
কিন্তু এক পণ আছে শুন প্রিয়গন।
বিবাহ করিতে রত নাহি হয় মন ॥
রমণী রমণে বল বিবা সুখবোধ।
যে করে আহ্লাদ জ্ঞান সে বড় অবোধ ॥
রমণী সরলা নহে খল পরবশ।
অন্তরে গরল রাশি সুধু মুখে রস ॥
এত শুনি সখাগণ কহে হাস্য করি।
প্রবল তরঙ্গ দেখে কে ডুবায় তরী ॥

জগতের এই রীতি তোমারিতো নয়।
কি দিয়ে প্রবোধ দিবে রাজার হৃদয়॥
শুনিয়ে সখার বাণী কহিছে কুমার।
না করিও উপহাস বচনে আমার॥
পিতা যদি দুঃখী হন না করিলে বিয়া।
তবে সে করিব কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়া॥
তুমি গিয়ে বল অগ্রে পিতার নিকটে।
আমি যে বলেছি যেন এ কথা না রটে॥
ভাল বলি বন্ধু গণ তায় সায় দিল।
ভূপতির নিকটেতে হরিষে চলিল॥
কথায় কথায় কত কথার কৌশলে।
জীবনের অভিলাষ বলে অতি ছলে॥
রাজা কন ভাল ভাল পুত্রের যে পণ।
সেই রূপ হবে কার্য্য চিন্তা কি কারণ॥

ভাট গণের ভূপতির নিকট আগমন এবং রাজগণ নিন্দা।

কত দেশ দেশান্তরে কন্যা অন্বেষিয়ে।
আইল সে ভাটগণ প্রফুল্ল হইয়ে॥
একজন কহিতেছে করিয়ে বিনয়।
পেয়েছি উত্তম কন্যা শুন সদাশয়॥
নৈষেধ নগর পতি গুণ সিন্ধু রায়।
সান্তদান্ত ক্ষমাবন্ত বিখ্যাত ধরায়॥
কুলেশীলে ধনেমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধীর।
শ্রীরাম সমান রাজা প্রিয় পৃথিবীর॥
তাহার তনয়া এক বড় রূপবতী।

রূপে গুণে অনুভব লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
আর জন বলে কেন কর জ্বলাতন।
নৈষেধ রাজার জানি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
কহিতে সে সব কথা ঘোর লাজে মরি।
স্বরূপা তাহার কন্যা নহেত সুন্দরী ॥
আমি যে দেখেছি কন্যা শুন মহারাজ।
হেরিলে সে রূপবতী রতি পায় লাজ ॥
অযোধ্যা নগরে রাজা ভীমরথ নাম।
ধনে মানে কুলে শীলে গুণে গুণধাম ॥
তাহার তনয়া সেই কহিলাম সার।
ভালুই জানেন তিনি আহার ব্যাভার ॥
আর জন বলে কেন মিছে জাঁক কর।
সূর্য্যবংশে জন্ম বটে বলনা আকর ॥
পূর্ব্ব পুরুষের তার কথা শুন বলি।
বিধবার গর্ব্ভে পুত্র লজ্জানলে জ্বলি ॥
এতশুনি পূর্ব্বজন পুনর্ব্বার কয়।
মুনির বচনে ছিল দোষ কিবা হয় ॥
ভগীরথ জন্মিয়া মুনিবর বরে।
কি কীর্ত্তি রাখিল দেখ ভুবন ভিতরে ॥
এই রূপে পরস্পর করয়ে কোন্দল।
ভূপতি হাসিয়া কন শুনহে সকল ॥
মিছামিছি কথার মেলানি কিবা কার্য্য।
জীবন নিকটে যাহ তবে হবে ধার্য্য ॥
করেছেন পণ তিনি শুন বিবরিয়া।
স্বচক্ষে দেখিয়া পুত্র করিবেক বিয়া ॥
এত শুনি ভাটগণ সন্তোষ অন্তরে।

জানাইল সমাচার জীবন গোচরে ॥
জীবনে সংবাদ করি হইল বিদায় ।
চিন্তাকুল নব ভূপ কি করি উপায় ॥

রাজপুত্রের স্বপ্ন দর্শন ও খেদ ।

ভাট মুখে শুনিয়ে কন্যার সমাচার ।
কিরূপে কোথায় যাই ভাবিছে কুমার ॥
কিরূপে জনক স্থানে লইব বিদায় ।
দুই মতে উপস্থিত হলো ঘোর দায় ॥
দিবানিশি ভাবে রায় উন্মাদের প্রায় ।
অদ্ভুত স্বপন এক দেখিছে নিদ্রায় ॥
যেন এক রূপবতী জিনি সৌদামিনী ।
হাব ভাবে জিনিয়াছে কামের কামিনী ॥
কাছে আসি হাসি হাসি রূপসী রতন ।
বিনিময় করি হার করিল গমন ॥
নানা মতে মন চুরি করিয়া যুবতী ।
হাস্য করি পালাইল আপন বসতি ॥
ঘুচিল নিদ্রার ঘোর উঠিল জীবন ।
বামা আশে চতুর্দ্দিগ করে নিরীক্ষণ ॥
না হেরিয়ে শূন্যময় হেরিছে অমনি ।
এসে ছিল এই ছিল কোথা গেল ধনী ॥
কোথা সে সরল ভাব কোথা বা সে হার ।
কোথা বা সে পরিহাস কোথা সে বিহার ॥
কোথা আমি কোথা ধনী নাহি নিদর্শন ।
কিরূপে কি ধন দিয়ে বুঝাইব মন ॥
তার সমা নিরুপমা খুঁজে মেলা ভার ।
ভুবন মোহিনী বিনে ভুবন আঁধার ॥

মরি মরি কিবা করি বিনে আলাপন।
স্বপনে নিধন বুঝি হইল জীবন ॥
বিনে প্রাণ মম প্রাণ মিছে রাখি জীয়ে।
মনাগুণে নিরবধি দহিতেছে হিয়ে ॥
হায় প্রিয়ে কোথা প্রিয়ে ডাকিছে জীবন।
নয়নে অনিবার বহিছে জীবন ॥
আপনার অঙ্গে নিন্দা করিছে হমার।
ওরে অঙ্গ কেন সঙ্গ করিলি তাহার ॥
ওরে আঁখি ধিক তোরে ছিলিতো প্রহরি।
নারী বেশে চোর এসে মন নিল হরি ॥
ওরে ভুজ কেন তাঁরে করিলি ধারণ।
ওরে মন কেন তোর হেন হল মন ॥
তার লাগি হৃদয়েতে যে যাতনা পাই।
সমচিত ফল দিই পেলে ছাড়ি নাই ॥
বিধি যদি পাখা দেন উড়ে যাই সেথা।
প্রেম ডোরে বেঁধে চোরে ধরে আনি হেথা ॥
হৃদি কারাগারে বন্ধ করিয়ে সে ধন।
ফণী হয়ে লই তার দংশিয়ে বদন ॥
ভুজ পাশে মনোল্লাসে করিয়ে বন্ধন।
নিতম্বের দাপে করি উত্তম শাসন ॥
বাক্যবাণে দিবা নিশি করিয়ে প্রহার।
দিবাঅন্তে নিশিযোগে করাই আহার ॥
আর আর যাহা আছে মনে অতিশয়।
প্রকাশ করিব তাহা পেলে সুসময় ॥
এসব সম্পদে মোর কিবা প্রয়োজন।
সকল অসুখাকার বিনে সে রতন ॥

জীবনের রমণী অন্বেষণে গমন এবং শুক
সারীর সহিত সাক্ষাৎ।

জীবন হয়ে অসুখী, ডাকে কোথা বিধুমুখি,
বহিতেছে দুনয়নে বারি।
বিচ্ছেদে দহিছে কায়; প্রাণ মন যায় যায়;
বিনে সেই মন চোরা নারী ॥
পরস্পর এই কয়, সাধনেতে সিদ্ধি হয়,
তবে এবে চেষ্টা দেখা চাই।
জীবন করিয়া পণ, করে তার অন্বেষণ,
দেখা ভাল পাই কিনা পাই ॥
সিদ্ধ যদি হয় শ্রম, শ্রমে তবে নাহি ভ্রম,
যত্নের অসাধ্য কিছু নাই।
এতভাবি মনেধীর, শেষেতে করিল স্থির,
গোপনে গমন করা চাই ॥
অল্পেতে অধিক হয়, এই মত ধন লয়,
পরে সাজ জড়োয়া জড়িত।
রকম রকম সাজ, কিছু নিল যুবরাজ,
যখন যেমন সেই রীত ॥
নিশি অবসান হয়, হয় শালা থেকে হয়;
মনমত বাছি এক নিল।
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি, আরোহিয়ে তদপরি,
কত দেশ পশ্চাৎ করিল ॥
যে দিগেতে মন হয়, সে দিগে ছোটায় হয়,
পড়িলেন নিবিড় কাননে।
ভল্লুক গাণ্ডার কত, ডাকিতেছে অবিরত;
হেরে অতি শঙ্কা হয় মনে ॥

আকাশ ভাবিয়ে মনে, ভ্রমিছেন বনে বনে,
নাহি পায় দিগ নিদর্শন ।
ভাবে এবে কিবা করি, নারী লাগি প্রাণে মরি,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন ॥
ক্রমে দিবা হল গত, সর্ব্বরী হল আগত,
দেখিয়া ভয়েতে কাঁপে মন ।
এ ঘোর রজনী কালে, বুঝি নিদারুণ কালে,
দিন পেয়ে করিল ধারণ ॥
ভাবে মনে মনে রায়, উপায় নাহিক পায়,
কোন মতে না পায় সন্ধান ॥
ভয়ে ধিরি ধিরি যান, এদিগ ওদিগ চান,
বৃক্ষ এক দেখি বারে পান ।
কি করি কোথায় যাই, কোথা সর্ব্বরী কাটাই,
দুর্গমেতে না দেখি নিস্তার ।
ঘোড়া রাখি তার তলে; উঠিলেন নিজ বলে,
বৃক্ষোপরি নৃপতি কুমার ॥
একে মন স্থির নয়, তাহে চিন্তা অতিশয়,
নিদ্রা কিসে হইবে তাহার ।
আই ঢাই করে প্রাণ, নাহি দেখি পরিত্রাণ,
বারি বহে নেত্রে অনিবার ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা,
দেখ কিবা অদ্ভুত ঘটন ।
উঠিতেছে বৃক্ষোপর, কাল সম অজাগর,
ভয়ানক বদন ব্যাদন ॥
দেখিয়া জীবন রায়, অশ্রুজলে ভাসে কায়;
বলে প্রিয়ে এস এসময় ॥

শঙ্কটে পড়িয়ে প্রাণ, গেল আজি নাহি ত্রাণ,
ফণী মুখে কিসে রক্ষা হয় ॥
মনে যেন জ্ঞান করি, ফণীরূপা সে সুন্দরী,
আসিয়াছে করিতে দংশন।
নতুবা এমন ফণী, কোথাও না দেখি শুনি,
নিশ্বাসে ভাঙ্গিছে তরুগণ ॥
নিশাচরী সেই নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
বহুরূপা বহুরূপ ধরে।
স্বপনে অন্তর হরি, লুব্ধ প্রেমে মুগ্ধ করি,
ফেলে গেল বিরহ সাগরে ॥
ফণী ভয়ে কম্পবান, উপায় নাহিক পান,
শেষে অসী স্মরণ হইল।
ঝুলিছে পোশাক পাশে, নিল তাহা মনোল্লাসে,
অসী ধরি ভাবিতে লাগিল ॥
যদি সেই বিনোদিনী, হয়ে থাকে ভুজঙ্গিনী,
পুন মোরে ছলিবার আশে।
কে বুঝে নারীর ভাব, কত ভাবে আবির্ভাব,
ছলনায় জীবন বিনাশে ॥
না বুঝে বিনাশ করে, কান্দিব কি এর পরে;
কিবা করি ইহার বিধান।
ধন্যরে প্রণয় নিধি, তোমারে গঠেছে বিধি,
নাহি থাকে হিতাহিত জ্ঞান ॥
ক্রমে ক্রমে অজাগর, আরোহিল বৃক্ষোপর,
গ্রাসিবারে ফণা বিস্তারিল।
এত দেখি সুকুমার, রহিতে না পারে আর,
অসী যাতে নিপাত করিল ॥

দেখ কিবা চমৎকার, লিপিবন্ধ বিধাতার,
নরে কি বুঝিবে তাঁর আশা।
সেই বৃক্ষ সাখা পরে, রায়ের কিছু অন্তরে,
শুক সারী করিয়াছে বাসা ॥
ভুজঙ্গ ভয়েতে তার; ভেবে হতে ছিল সার;
কিসে রক্ষা পাবে শিশুগণ।
ফণী যদি হল নাশ, ঘুচিল মনের ত্রাস;
নৃপসুতে কহিছে তখন।
কহে শুক সুখভরে, যতনে মধুর স্বরে;
পরিচয় দেহ কোনজন।
কি জাতি কি নাম ধর, কোথায় বসতি কর,
ফণী নাশি করিছো রোদন ॥
সাপের বধিয়ে প্রাণ; দিয়াছ জীবন দান,
হইলাম তোমার সুহৃদ।
বল আমাদের পাশ, কিবা তব অভিলাষ,
প্রাণপণে করিব পূর্ণিত ॥
মাথা তুলে দেখেরায়, তাহে না দেখিতে পায়;
পায় দুঃখ দুঃখের উপর।
ভয়েতে কহিছে পরে, কেবা মোর শিরোপরে;
সত্য কহ আমার গোচর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর, কি কিন্নর কি বানর,
কিবা যক্ষ কিবা নিশাচর।
কিম্বা উপদেব হবে; সত্য প্রকাশিয়ে কবে;
ভয়ে তনু হতেছে কাতর ॥
শুনি সারী শুক কয়, দেব উপদেব নয়,
ভয় নাই বল মনোদুঃখ।

হল মোরা বহুকাল, এই বৃক্ষে কাটি কাল;
পক্ষজাতি নাম সারীশুক ॥
শুনিয়ে ঘুচিল ভয়, কহিতেছে গুণাকর,
শুন শুন মম পরিচয়।
কর্ণাট নগরে ধাম; রাজা তেজস্পুঞ্জ নাম,
আমি হই তাহার তনয় ॥
কে বুঝে বিধির বাদ, শুন বলি সে সংবাদ,
এক দিন ছিলাম ঘুমিয়ে।
স্বপ্নে আসি এক নারী; রূপ বলিবারে নারি,
গেল হার বদল করিয়ে ॥
তদবধি মম মন, দিবা নিশি উচাটন,
ভেবে কিছু উপায় নাপাই।
করে যদি কৃপা দান, বলে দেহ সে সন্ধান,
তবেতো জীবন রহে ভাই ॥
শুক জাতিস্মর হয়, বুঝিয়ে হাসিয়ে কয়,
যারে তুমি দেখেছ স্বপন।
সেবড় কঠিন কাজ, শুন বলি যুবরাজ;
প্রকাশিয়ে সব বিবরণ ॥
চন্দ্র হৃদয়েতে ধাম, গুণাধিপ গুণধাম,
রাজা হন সসাগরা পতি।
তাহার তনয়া সেই নিদ্রায় হেরেছ যেই,
ধরে ধন্য ধরায় যুবতী ॥
এক মুখে তার রূপ, কিবা কহিব স্বরূপ,
নাহি দেখি এমন রূপসী।
কে আছে তাহার সমা, তিল তুল্য তিলোত্তমা,
লজ্জা পায় শরদের শশী ॥

শুক কর্ত্তৃক যামিনীর সন্ধান প্রাপ্ত ।

এত শুনি সচঞ্চল হইয়ে কুমার ।
শুকেরে জিজ্ঞাসা করে যত্নে পুনর্ব্বার ॥
কহ শুক সে যুবতী কিবা নাম ধরে ।
প্রকাশ করিয়ে কহ মোরে কৃপা করে ॥
শুক কহে স্থির হও ওহে গুণমণি ।
ধরেন যামিনী নাম সে রূপসী ধনী ॥
তাহারে নিশিতে তুমি হেরিয়ে স্বপনে ।
মুগ্ধ হয়ে সেই রূপে ভাসিছ জীবনে ॥
তার সমা মনোরমা না হয় দর্শন ।
ধরায় ধরেনা আর তুলনা কখন ॥
তুমিতো মানব জাতি হইবে চঞ্চল ।
হেরিলে অতনু হন আপনি বিকল ॥
স্থির হও যুবরাজ নাহও চিন্তিত ।
মিলন উপায় আমি করিব নিশ্চিত ॥
দেখা দিয়ে নানা ভাবে গিয়ে তার পাশে ।
বাঁধিব তাহার মন তব প্রেম পাশে ॥
তুমি কিন্তু সে নগরে ছদ্মবেশে যাবে ।
মম দেখা গুণাকর নাহি আর পাবে ॥
প্রাণ দান দিয়াছ আপনি সারোদ্ধার ।
সাধিব তোমার কার্য্য প্রতিজ্ঞা আমার ॥
অলিক নাভেব তুমি আমার বচন ।
এই আমি তার পাশে করিনু গমন ॥
পক্ষ জাতি হীনমতি কিবা সাধ্য আছে ।
কহিলাম বিবরিয়ে যুক্তি তব কাছে ॥

রায় কয় সখা তুমি যে যুক্তি বলিলে।
জনমের মত মোরে কিনিয়ে রাখিলে ॥
জীবনে আশ্বাস করি উড়িগেল শুক।
হেরে দুরে গেল দুঃখ উথলিল সুখ ॥

শুক যামিনীর নিকট গিয়া জীবনের
কথা উপস্থিত করে।

শুক হৃষ্টমনে, যামিনী সদনে,
সাধিতে রায়ের কাজ।
যায় ত্বরাকরি, দুর্গানাম স্মরি,
সেচন্দ্র হৃদয় মাজ ॥
তথায় যামিনী, যে রূপেতে তিনি,
করেন গৃহেতে বাস।
কহি শুন শেষ, সব সবিশেষ,
সংক্ষেপে করি প্রকাশ ॥
রূপে অগ্রগণ্যা, সে যামিনী কন্যা,
ভূপতির প্রাণ সমা।
এরূই কুমারী, স্নেহ অধিকারী,
কি দিব তার উপমা ॥
বড় আদরিণী, সে রাজ নন্দিনী,
থাকয়ে মায়ের পাশে।
হইলে অন্তর, রাণীর অন্তর,
দুঃখের সাগরে ভাসে ॥
হইল যৌবনী, সে বিধু বদনী,
হেরি রাজা সচিন্তিত।
সখী চারি জন, আনিয়া তখন,
তথা করে নিয়োজিত ॥

হইয়ে সত্বর, পৃথক অন্দর;
নির্ম্মাইয়া দিল তাকে।
হরিষে যামিনী; লইয়ে সঙ্গিনী,
সে অন্দরে গিয়ে থাকে॥
বিরল পাইয়ে, পতির লাগিয়ে,
নৃপ হুলাচারি মত।
নাশিতে অশিবে, সদা সদাশিবে,
পূজে ধনী অবিরত॥
নহে মনস্থির, সদাই অস্থির;
কিবল পতির লাগি।
সময় পাইয়া; ভাবাদি আসিয়া,
ক্রমেতে উঠিল চাগি॥
সে নবিনা বালা; যৌবনের জ্বালা,
সহিতে না পারে প্রাণে।
ভাবি নিরন্তর, হইয়ে কাতর,
কহিছে দাসীর স্থানে॥
স্থন লো স্বমতী, অধৈর্য্য তা অতি,
হতেছি মদন রাগে।
চল সবে মেলি, করি গিয়া কেলী,
ছাতের উপরি ভাগে॥
সুরঙ্গী স্বমতী, হুরঙ্গী হুমতী;
চারি সখী লয়ে সাতে।
চলিল যামিনী, হয়ে উন্মাদিনী;
মদন জ্বালা নিভাতে॥
যৌবনে অবলা; হইয়ে চঞ্চলা,
ভ্রমে অট্টালিকোপরি।

অভিলাষ মত, খেলে কত শত,
লয়ে সব সহচরী ॥
যৌবন আগুণ, প্রবল দ্বিগুণ,
এমতি সময়ে শুক।
উড়িয়া আসিয়ে; রহিল বসিয়ে;
যামিনীর সনমুখ ॥
দেখ কি কৌতুক; মনোহরা শুক;
হরিতে ধনীর মন।
নাচিয়ে নাচিয়ে; খাইছে খুটিয়ে,
নানা ভাবে নিমগন ॥
মরিছে গুমারি, সে রাজ কুমারী,
দুরন্ত মদন বাণে।
হয়ে জ্বর জ্বর, দৈবাত নজর;
হইল শুকের পানে ॥
তাহার মাধর্য্য, হেরিয়া অধর্য্য;
কহিছে তাহে নিরখি।
একি চমৎকার; ঘুচিল আঁধার;
দেখলো দেখলো সখী ॥
জনমে কখন; না দেখি এমন,
সোণার বরণ পাখি।
মরি কি সুন্দর, রূপ মনোহর;
হেরিয়ে জুড়াল আঁখি ॥
এতেক বলিয়ে, হরিষ হইয়ে;
ধরিতে তাহারে ধায়।
পায় বহু দুঃখ, শুকাইল মুখ;
তথাপি না ধরা পায় ॥

সে ভাব দেখিয়ে; আহ্লাদে মাতিয়ে,
ওড়ে শুক পোশা প্রায় ।
ধরে ধরে তারে, ধরিতে না পারে,
অমনি তফাতে যায় ॥
যামিনী বেড়িয়ে, বেড়ায় ঘুরিয়ে;
করিছে কতই ছল ।
তবু নাহি তারে, পারে ধরিবারে,
ক্রমেতে হারাল বল ॥
অঙ্গে অবিশ্রাম, বহিতেছে ঘাম,
তখন হেরিয়ে শুক ।
কহিছে হাসিয়ে, কেনগো দৌড়িয়ে,
সহিতেছ এত দুঃখ ॥
স্থির কর মন, কেনগো এমন,
হতেছ আমার লাগি ।
কখনত তব, আমি নাহি হব,
যৌবন জ্বালার ভাগী ॥
কেনগো কামিনী, হয়ে পাগলিনী,
আমারে ধরিতে আস ।
আমারে ধরিবে, কিলাভ হইবে,
কিবা বা পূরিবে আশ ॥
সুমধুর ধ্বনি; শুনিয়ে তখনি;
যামিনী বিহঙ্গে বলে ।
শুনি তব ভাব; মদন হুতাশ,
হৃদয়ে না আর জ্বলে ॥
হৃদয় পিঞ্জরে; সুযতন করে,
রাখিব তোমারে আমি ।

এস মম পাশ; নাশ দুঃখ পাশ,
কোরোনা বিপদ গামী ॥
দাসী নিয়োজিব, ক্ষীরসর দিব,
তোমারে খায়াবে তারা।
সদা সর্ব্বক্ষণ, করিবে যতন,
মায়ের যেমন ধারা ॥
মদন যখন; আমারে শাসন,
করিবে দুরন্ত বাণে।
হেরিয়ে তখন, তোমারি বদন;
শীতল হইব প্রাণে ॥
এজন্য তোমারে; চাহি ধরিবারে,
নহিলে কি আমি ধরি।
উল্লাসী হইয়ে; আইস উড়িয়ে,
আমার কর উপরি ॥
শুনি চমকিয়ে; আদরে ভাসিয়ে,
কহিছে তাহারে শুক।
একি চমৎকার, অদ্ভুত ব্যাপার,
দুঃখের উপরে দুঃখ ॥
ওগো রাজবালা, মদনের জ্বালা,
ঘুচাবে হেরে আমারে।
একি তব আশা, দুষ্করি পিপাশা,
ঘোলে কি ভাঙ্গিতে পারে ॥
ভেবে দেখ মনে, অনল বিহনে,
তপনে কি কাজ হয়।
বিনা বরিষণে; মেঘের গর্জ্জনে;
চাতকী কি প্রাণে রয়॥

মোরে অনুক্ষণ; করি দরশন,
ঘুচাবে কামের জ্বর।
তাহে কি কখন, হয় নিবারণ;
দুরন্ত মদন শর ॥
আমার সৌন্দর্য্য, হেরিয়ে অধৈর্য্য,
হইতেছ পাগলিনী।
বলি যদি রূপ, না জানি কি রূপ,
হও তুমি বিনোদিনী ॥
কি কায কথায়, যাইগো বাসায়,
মিছে থাকি তব কাছে।
সারী যদি জানে; এসেছি এখানে,
তবে কি নিস্তার আছে ॥
মিছে ছল করে, উড়িছে সত্বরে,
নয়নে তা হেরি ধনী।
মাথার কিরায়, শুকেরে বসায়,
মণিহারা যেন ফণী ॥
অতি সকাতরে, কহে মৃদুস্বরে,
শুনরে বিহঙ্গ বলি।
অবলার মন, করিয়ে হরণ,
সচ্ছন্দে যেতেছ চলি ॥
ছাড় ছাড় ছল, হয়েছি বিকল;
বল সে কেমন জন।
শুনে তব বাণী, আকুল পরাণী,
গৃহেতে না রহে মন॥
দেখি সকাতরা, শুক সুখে ভরা,
কহিছে তাহার কাছে।

শুন বিনোদিনী; বলি সে কাহিনী,
যথায় সেজন আছে।
তেজস্পুঞ্জ নাম, গুণে অনুপাম,
কর্ণাট নগরে বাস।
তাঁহার নন্দন, নামেতে জীবন;
কহিলাম সে নির্যাস ॥
যেরূপ তাহার, করেছি নেহার,
এমুখে বলিতে নারি।
যদি পাই দান, দ্বাদশ বয়ান,
কহিবারে কিছু পারি ॥
মুখ শশী তার, করিয়ে নেহার,
লজ্জা জ্বরে জ্বর জ্বর।
উদয় হইতে, নারে ক্ষুণ্ণ চিতে,
শরদের শশধর ॥
কি শোভা প্রচুর, গোঁপের অঙ্কুর,
কিবল হতেছে তার।
হেরিলে অমনী, কামের রমণী,
সেমজে তুমি কি ছার ॥
নয়ন যুগল; অতি সচঞ্চল;
খঞ্জন লজ্জিত হয়।
মোহন নাশায়; হেরে লাজ পায়,
তিল ফুল অতিশয় ॥
আজানু লম্বিত, অতি সুললিত;
কি কব সে ভুজদ্বয়।
হেরিয়ে কমল, হইয়ে বিকল,
নীরেতে ভাসিয়া রয় ॥

শুনেলো যামিনী; দিবস যামিনী,
যদ্যপি বলি স্বরূপ।
তবে এ পাখিতে, কিঞ্চিত বর্ণিতে,
পারে কিনা তার রূপ ॥
অতএব ধনী, সে অমূল্য মণি;
যদ্যপি তোমারে ঘটে।
তবে আমি মানি, সত্য শূলপাণী,
তোমার সাধনা বটে ॥
শুক এত বলি, উড়ে গেল চলি,
নামানে বারণ তায়।
যামিনী শুনিয়ে, আকুল হইয়ে,
রহিল পুত্তলী প্রায় ॥
খ্যাত কবিবর, বহু গুণধর;
ভুবন মোহন কয়।
তাহার প্রসাদে, মজিয়ে আহ্লাদে,
শ্রীকালী কুমার গায় ॥

যামিনীর খেদ।

ধনী, শুনিয়ে শুকের মুখে রূপের লহরী।
অতি, সকাতরা হয়ে কহে ডাকি সহচরী ॥
বলি, শুনগো স্বমতী দাসী আমার বচন।
কেন, শুক মুখে শুনি মন হল উচাটন ॥
বল, কি রূপে পাইব সেই নবীন নাগরে।
সদা, সেই জন বিনে প্রাণ উড়ু উড়ু করে ॥
তোরা, বল দেখি সেধনেরে কিরূপেতে পাই।
বুঝি, তাহার লাগিয়ে আমি পরাণ হারাই ॥
হাঁগো, কেন বিধি আমা প্রতি নিদারুণ।

দিয়ে, জ্বালার উপরে জ্বালা বুঝি করে খুন ।।
বরং, আগেতে ছিলাম ভাল না পাইয়ে আশা।
আর, কি রূপে জীবন ধরি বিনে তার আসা ।।
আসি, অদর্শন আশা বাণ হেনে গেল শুক।
সেই; কঠিন বাণেতে যায় বিদরিয়ে বুক ।।
আমি, একেত অবলা তাহে প্রথমা যৌবনী।
মিছে, দুরন্ত অনঙ্গ কেন বধে গো সজনী ।।
শুক; আসিয়ে পবন ভরে পবন হইয়ে।
গেল, তনুতরী নয়ন সলিলে ভাসাইয়ে ।।
ভয়ে, টল টল করে তরী কাণ্ডারী বিহনে।
বুঝি, জীবনে জীবন যায় জীবন কারণে ।।
কোথা, আছহে হৃদয় নাথ হও সানুকূল।
কৃপা; করিয়ে কাণ্ডারী হয়ে দেহ মোরে কূল ।।
ওহে, অনিরুদ্ধ হরে ছিল ঊষারে যেমন।
আসি; সেই মত হয়েনাথ করহ হরণ ।।
কিম্বা, সুন্দর যেমন বিদ্যা লয়ে ছিল আসি।
মোরে, সেই মত লয়ে যাও ওহে গুণ রাশি ।।
যদি, তব লাগি মরি নাথ খেদ নাহি তবে।
কিন্তু, অধিনীর মন আশা মনে মনে রবে ।।
বিধি, প্রফুল্লিত হয়ে মনে বসিয়ে নির্জনে।
অতি, সযতনে গঠিলেন পুরুষ রতনে ।।
আর, করিবারে নারীগণে দুঃখ নিমগন।
ভাবি, তাই শোকাকুল হয়ে করিল সৃজন ।।
সেই, কারণেতে বুঝি আমি হয়ে অনাথিনী।
ভাসি, অবিরত আঁখি জলে দিবস যামিনী ।।
শুক, আসিয়া আমারে গেল করে পাগলিনী।

সদা ডাকি নাথ নাথ বলে হয়ে প্রমাধিনী ॥
যদি, অধিনী জনার প্রতি হইয়ে সদয়।
মম; হৃদয় আকাশে আসি হও হে উদয় ॥
তবে, অনায়াসে হতে পারি দুঃখ সিন্ধু পার।
দেখ, নতুবা এ দুঃখার্ণবে নাহিক নিস্তার ॥
শোকে, আলু থালু হল ধনী পাগলিনী প্রায়।
দুঃখে, ধরায় লোটায় আর ধরে রাখা দায়।
ভেবে, জীর্ণ হল কলেবর নাহি কিছু বল।
আর, বদনে তাহার নাহি রোচে অন্নজল ॥
ঘোর; চিন্তাজ্বরান্বিতা হয়ে পালঙ্গ উপরি।
রহে, সদত সুইয়ে ধনী দিবস সর্ব্বরী ॥
লাজে, সখী গণে বিবরিয়ে কিছু নাহি কহে।
যেন, বোবার স্বপন প্রায় মনে মনে রহে ॥
তারে, হেরিয়ে সুমতী দাসী হৃমতীরে কয়।
হাগো, রাজকন্যা ক্রমে কেন জীর্ণা অতিশয় ॥
চল, সবে মেলি বলি গিয়ে রাণীর সদন।
আসি, যাহা হয় করিবেন করি নিরীক্ষণ ॥
ইহা, বলি তারা যায় ত্বরা কর্ত্রীর ভবনে।
হল; ক্রমে ক্রমে উপনীত বিষাদিত মনে ॥

রাণীর নিকটে সহচরী গণের নিবেদন।

সহচরী গণে, রাণীর সদনে, সজল নয়নে,
কহিছে আসি।
করি জোড়পাণি; নিবেদয়ে বাণী, শুনঠাকুরাণী,
বিপদ রাশি ॥
যামিনীর রূপ; নাহিক সেরূপ, হয়েছে বিরূপ,
কি দশা মরি।

নাহিখায় অন্ন; কিজানি কিজন্য; রোদনে আছন্ন,
দিবা সর্ব্বরী ৷৷
উঠিতে শকতি, নাহি একরতি, জীর্ণ শীর্ণ অতি,
হয়েছে অঙ্গ।
দিবানিশিভুয়, সদা মৌনে রয়, কথা নাহি কয়,
কাহার সঙ্গ ৷৷
শোকে করে ভর, হয়ে ভাবান্তর; অম্বর সম্বর,
করিতে নারে।
কেনবা এমনি, হইল সে ধনী, যাইয়ে আপনি,
দেখুন তারে ৷৷
দাসীমুখে বাণী, শুনিরাজরাণী, অস্থির পরাণী,
হইয়ে কহে।
ওলো সখীগণ, কেনগো এমন, সুতা সর্ব্বক্ষণ;
বিরসে রহে ৷৷
শুনে তব ভাষ, হলেম উদাস, বাসে করি বাস,
বাসনা নাই।
করিয়ে শ্রবণ, দহিছে জীবন, সুতার সদন,
চলগো যাই ৷৷
রাণী সকাতরে, সুতার অন্দরে, গেল ত্বরাকরে,
লয়ে সকলে।
চিনিতে কন্যারে, কোনমতেনারে; যেনশবাকারে,
আছে ভূতলে ৷৷
অশ্রুজলে ভাসি, নিকটেতে আসি; মৃদু২ ভাষি,
কহিছে তারে।
কেনমা যামিনী, দিবস যামিনী; রহ বিষাদিনী,
হেন প্রকারে ৷৷

মায়ের রোদন, শুনিয়ে তখন, স্বভাব গোপন,
করিয়ে কয়।
নাজানি কারণ, ব্যাধির লক্ষণ, মন উচাটন,
সর্ব্বদা হয় ॥
নিশি আগমন, হয় মা যখন, জ্বর আকর্ষণ,
করেগো আসি।
সেজ্বালা নিভাতে, ইচ্ছে হয় চিতে, প্রজ্বলিত চিতে,
জীবন নাশি ॥
কন্যার বচন, শুনিয়ে তখন, বিরস বদন,
করিয়ে রাণী।
কহিছে কন্যায়, ভয় কি মা তায়, করিব উপায়,
বৈদ্যেরে আনি ॥
মনস্থির করি, লয়ে সহচরী, কাটাবে সর্ব্বরী,
বলিনু তাই।
তোমার বচনে, রাজার সদনে, বৈদ্যের কারণে,
এখনি যাই ॥

রাজার নিকটে রাণীর গমন।

কন্যার কারণে সতী, বিষাদিত হয় অতি,
আকুল পাথার ভাবি মনে।
হয়ে অতি ম্রিয়মাণী, রাজার মন্দিরে রাণী,
উত্তরিল সজল নয়নে ॥
রাণীর দেখিয়া হাল, দুঃখে কহে মহিপাল,
কেন কেন কিসের কারণ।
হয়ে অতি উন্মাদিনী, আসিয়াছ বিনোদিনী,
কহ দেখি শুনি বিবরণ ॥

রাণী কহে ভাল ভাল, তোমার যেন জঞ্জাল,
হইয়াছে অন্দর মহল।
কোন ভার নাহি লও, সর্ব্বদা হরিষে রও,
উদাসির কর্ম্ম এ সকল ॥
করে শিব আরাধন, পেয়েছি যামিনী ধন,
সে ধনের না কর উদ্দেশ।
পাষাণে বেঁধেছ মতি, এমন তনয়া প্রতি,
দেখি তব নাহি দয়ালেশ ॥
শুন শুন প্রাণেশ্বর, কন্যার হয়েছে জ্বর,
নাহি পারে অন্নাদি খাইতে।
কি জানি কি কারণেতে, দুঃখেরহে দিবা রেতে,
কারুকথা না পারে সহিতে ॥
অস্থিচর্ম্ম শবাকার, প্রাণমাত্র আছে সার,
তাও কবে থাকে কিনা থাকে।
যদি ইচ্ছা থাকে মনে, রহিতে এই ভুবনে;
বৈদ্য আনি বাঁচাও কন্যাকে ॥
রাজা কন ওহে রাণী, বিদরিয়ে যায় প্রাণী;
শুনিয়ে কন্যার সমাচার।
এত যে ঘটেছে ফের; আমি কি পেয়েছি টের;
ইথে দোষ নাহিক আমার ॥
এরাজ্যে কি প্রয়োজন, যদ্যপি যামিনী ধন,
পীড়াতে পীড়িতা অতিশয়।
রত আছে দিব ধন, চিন্তা তার কি কারণ,
শান্তকর আপন হৃদয় ॥
রাজ বৈদ্যের রোগ নিরূপণে অসাধ্য।
রাণীরে সান্তনা করি গুণাধিপ রাজ।

উপনীত হইলেন আসিয়ে সভায় ॥
মন্ত্রীরে ডাকিয়ে কন হইয়ে বিকল।
না জানি তনয়া কেন হতেছে দুর্ব্বল॥
কিছুতেই নাহি সাদ সর্ব্বদা উদাসী।
বৈদ্যেরে আনাও শীঘ্র ব্যবস্থা জিজ্ঞাসি॥
মন্ত্রী কহে এ নিমিত্ত চিন্তা কেন রায়।
এখনি বৈদ্যেরে আনি করাব উপায়॥
সংসার আশ্রমে আছে সুখ দুঃখ কত।
উতলা উচিত নহে হওা অবিরত॥
ভুপতির বাক্য শুনি মন্ত্রী বিচক্ষণ।
ডাকিতে বৈদ্যেরে দূত করিল প্রেরণ॥
রাজার ভিষক সেই নিদানে পণ্ডিত।
ভুপতি সভায় আসি হৈল উপনীত॥
বৈদ্যেরে হেরিয়ে ভূপ কহে মৃদুস্বরে।
তনয়া পীড়িতা মোর হইয়াছে জ্বরে॥
যদ্যপি তাহারে তুমি আরোগিতে পার।
মনমত ধন দিব বলিলাম সার॥
বৈদ্য কহে মহারাজ চিন্তাকি তাহার।
গোটাদুই বড়ী খেলে রোগ যাবে তার॥
ইহা বলি বৈদ্য রাজ যামিনী অন্দরে।
উপনীত হইলেন প্রফুল্ল অন্তরে॥
দেখে রাজকন্যা অতি জ্বরেতে কাতরা।
পালঙ্ক উপরি আছে হইয়ে অধরা॥
নাড়ী ধরি দেখি বৈদ্য জ্বর নাহি পায়।
ভাবে মনে একি দায় নাহেরি কোথায়॥
নাড়ীতে না পাই জ্বর একি চমৎকার।

কিন্তু ক্রমে হইতেছে অস্থিচর্ম্ম সার।
কেন হয় কি কারণ না পারি বুঝিতে।
এই মত কিছুদিন লাগিল দেখিতে॥
ক্রমেতে হইল বৃদ্ধি নহে উপশম।
মনে ভাবে কবিরাজ দেখিয়া বিষম॥
ভাবিয়া ছিলাম মনে পাব কত ধন।
সে ধন দূরেতে থাক্ হলেম নিধন॥
কত মান ছিল মম ভূপতি সদনে।
বিধাতা সে মানে ছাই দিলেন এক্ষণে॥
চুপে চুপে থাকা আর হয় অনুচিত।
উচিত এক্ষণে করা রাজার বিদিত॥
মানযাক্ ধন যাক্ কিছু কাজ নাই।
ভিক্ষা করা বাজে আসি কিসে রক্ষা পাই॥
এতেক ভাবিয়া বৈদ্য বিষম তরাসে।
ভূপতিরে নিবেদন করে মৃদু ভাষে॥
অবধান মহারাজ কথা চমৎকার।
ব্যাধি নিরূপণে সাধ্য নাহল আমার।
চিকিৎসা করিনু কত না পারি কহিতে।
তথাচ না পারিলাম আরোগ্য করিতে॥
অতএব মহারাজ করি নিবেদন।
বিবেচনা যাহা হয় করুণ এখন॥

অন্যান্য বৈদ্য যামিনীর রোগে পরাস্ত
হইয়া কারাগারে বদ্ধ হয়।

রাজ বৈদ্য যদি আসি হারি মানি দিল।
রাজা চিন্তান্বিত হয়ে ভাবিতে লাগিল॥

ঘোর দেখে মন্ত্রীবরে কহিছে রাজন।
বৈদ্য অন্বেষণ করে কন্যার কারণ ॥
করিলাম এই পণ দায় অনুসারে।
কন্যারে যদ্যপি কেহ বাঁচাইতে পারে ॥
আমার এ রাজ্য তারে অর্দ্ধভাগ দিব।
বাঁচাইতে না পারিলে কয়েদ করিব ॥
রাজপণ শুনি মন্ত্রী বিস্ময় অন্তরে।
দিলেক রটনা করে দেশ দেশান্তরে ॥
যে দেশেতে যে সকল কবিরাজ ছিল।
শুনিয়ে রাজার পণ আসিতে লাগিল ॥
ভাল ভাল বৈদ্য সব আনন্দ অন্তরে।
আইল সকলে মেলি রাজার গোচরে ॥
আশ্বাসিয়া কত কবিরাজ কয়।
নিদান অতীত রোগ কোথাও না রয় ॥
অনায়াসে আরোগিব সে বিষম জ্বর।
ভয় নাই মহারাজ না হও কাতর ॥
তব তনয়ার রোগ দেখিবারে চাই।
আজ্ঞা বিনা অন্তঃপুরে যাইতে ডরাই ॥
রাজা কন বৈদ্যরাজ শুনহ বচন।
বাঁচাইতে পার যদি কন্যা রত্ন ধন ॥
দিব হে অর্দ্ধেক রাজ্য সহ ধন কড়ি।
নতুবা প্রমাদ হয়ে হাতে দিব কড়ি ॥
এই পণে যদি তারে পার বাঁচাইতে।
এক্ষণে দেখিতে যাও দাসীর সহিতে ॥
আজ্ঞামাত্র বৈদ্যরাজ সহচরী সনে।
উপনীত হইলেন যামিনী ভবনে ॥

দেখিয়ে কন্যার জীবনবৈদ্য পায় ত্রাস।
শব সম শুয়ে আছে মুখে নাহি ভাস ॥
নাড়ী টিপী দেখি বৈদ্য জ্বর নাহি পায়।
বলে একি চমৎকার নাহেরি কোথায় ॥
নাড়ীতে না পাই জ্বর কিন্তু জীর্ণা অতি।
নিদানেতে নাহি পাই এরোগের গতি ॥
গালে হাত দিয়ে বৈদ্য ভাবিতেছে রাশি।
হেরি সহচরী গণ কহিতেছে আসি ॥
ওহে বৈদ্যরাজ আর চিন্তা কি কারণ।
ভাবিতে উচিত ছিল রাজার সদন ॥
অর্থ আশে লুব্ধ হয়ে মজাইলে প্রাণ।
এখন কি রূপে আর পাবে পরিত্রাণ ॥
ভূপ কাছে আসি কহে যত সখীগণ।
অপারগ হল বৈদ্য শুনহ রাজন ॥
রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে কহে চোপদারে।
বৈদ্যকে নিগড় বাঁধি রাখ কারাগারে ॥
আজ্ঞামাত্র চোপদার বৈদ্যকে লইয়ে।
কারাগারে রাখিলেন বন্ধন করিয়ে ॥

জীবনের চন্দ্র হৃদয়ে আগমন।

শুক মুখে যামিনীর পাইয়া সন্ধান।
আনন্দিত হয়ে রায় চন্দ্রদয়ে যান ॥
অশ্বে চড়ি নানা দেশ করি পর্য্যাটন।
উপনীত চন্দ্রদয়ে হইল জীবন ॥
হেরিয়ে নগর শোভা বাখানে হুমার।
কত শত অট্টালিকা কিবা চমৎকার ॥

সুচারু শ্রেণীতে লোকে করিয়াছে বাস।
দেখিতে সুন্দর বড় যেমন কৈলাস ॥
পথ ঘাট মনোহর সুন্দর বাজার।
দিবা নিশি চলে লোক কাতারে কাতার ॥
রাজপথে বিকট শকট দেখি কত।
শোভাকরি যাইতেছে করী শত শত ॥
আনন্দিত হয়ে রায় করয়ে ভ্রমণ।
কিন্তু সব লোকে দেখে দুঃখে নিমগন ॥
সকলে বিরস সদা চক্ষে বহে ধারা।
রঘুনাথ বিনা যেন অযোধ্যার ধারা ॥
আপন আপন কার্য্য করিছে সবাই।
কিন্তু কারু মনোমধ্যে কিছু সুখ নাই ॥
হেরিয়ে নৃপতি সুত হইল চিন্তিত।
ক্রমে এক দোকানেতে হল উপনীত ॥
দোকানদারের রীতি অতি মনোহর।
পথিকে অধিক তারা করে সমাদর ॥
ভুলাইতে পথিকের মন ভাল জানে।
টাকা পেলে ভার্য্যা দেয় লজ্জা নাহি মানে ॥
দোকানির মিষ্ট ভাষে বসিল কুমার।
হেরিয়ে তাহার রূপ সবে চমৎকার ॥
দোকানী মিনতি করে মাগে পরিচয়।
কিবা নাম গুণধাম কোথায় আলয় ॥
রায় কয় পরিচয় দিব আমি পরে।
জিজ্ঞাসি তোমারে এক বলহ সত্বরে ॥
যে দেখি নগর এই অতি মনোহর।
কেন সব লোক দুঃখে রহে নিরন্তর ॥

এমন আশ্চর্য্য আমি কোথা দেখি নাই।
সত্য করি বল মোরে শুনিবারে চাই ॥
শুনিয়ে দোকানী কয় শুন মহাশয়।
জিজ্ঞাসিলে সত্য তবে শুন পরিচয় ॥
গুণাধিপ নরপতি এনগর পতি।
ধনে মানে বুদ্ধি বলে সুবিখ্যাতি অতি ॥
পুত্রহেতু নিরন্তর পূজি পশুপতি।
বয়েসে রাজার হল একই সন্ততি ॥
শুনিয়াছি লোক মুখে বড় রূপবতী।
যামিনী তাহার নাম গুণে সরস্বতী ॥
অদ্যাবধি সে কন্যার বিভা নাহি হয়।
কিন্তু হইয়াছে জ্বরে জীর্ণা অতিশয় ॥
কন্যার দেখিয়ে জ্বর রাজা কৈল পণ।
সে পাবে অর্দ্ধেক রাজ্য বাঁচাবে যে জন ॥
আসিতেছে কত বৈদ্য দেখিতে তাহারে।
পরাভব হয়ে শেষে যায় কারাগারে ॥
এই হেতু এদেশের যত লোক জন।
সদত বিরস নীরে আছে নিমগন ॥
এক্ষণে করুণা করি দেহ পরিচয়।
শুনিয়ে প্রফুল্ল হক আমার হৃদয় ॥
যামিনীর কথা শুনে ভাবিছে কুমার।
বৈদ্য পরিচয় দেওা উচিত আমার ॥
দোকানির কথা শুনি ছল করি কয়।
জীবন আমার নাম কর্ণাটে আলয় ॥
তীর্থ করি নানা দেশ ভ্রমিয়ে বেড়াই।
নিদান চরক ভট্ট শাস্ত্র ব্যবসাই ॥

বাসা করি রব হেথা যামিনী কারণ।
বলিলাম বিবরিয়ে মম আকিঞ্চন ॥
শুনিয়ে দোকানী বলে চিন্তা কিবা তার।
আমি দিব বাসা এই দোকানে আমার ॥
মনোনীত বাসা পেয়ে আনন্দিত রায়।
রন্ধন ভোজন করি যামিনী কাটায় ॥

জীবনের রাজার নিকটে গমন।

রজনী প্রভাতা দেখি উঠি যুবরায়।
দোকানির স্থানে তবে লইল বিদায় ॥
পরেতে প্রভাত কীর্ত্তি সারি গুণাকর।
ভাবিছে কি বেশে যাই রাজার গোচর ॥
বৈদ্য বেশে গেলে পরে আদর পাইব।
প্রেয়সীরে অনায়াসে নয়নে হেরিব ॥
বুঝিয়াছি যামিনীর জ্বরের লক্ষণ।
চিন্তাজ্বর ঘটিয়াছে আমার কারণ ॥
নতুবা এমন রোগ কি আছে সংসারে।
কবিরাজ দেখি কিছু বুঝিতে না পারে ॥
যাহক্ তা হক্ এবে ধরি বৈদ্য বেশ।
রাজার সভায় আমি করিব প্রবেশ ॥
হারিলে যদ্যপি মোরে দেয় কারাগার।
তাহাতে কিঞ্চিৎ খেদ নাহিক আমার ॥
দেখিবারে পাইবতো সে ধনীর মুখ।
কারাগারে জ্ঞান হবে বৈকুণ্ঠের সুখ ॥
এতভাবি বৈদ্য বেশ করিয়ে ধারণ।
রাজার সভায় যায় প্রফুল্লিত মন ॥

বারদিয়ে মহীপাল বসি সিংহাসনে ।
ঘেরিয়ে বসেছে কত পাত্র মিত্র গণে ॥
আসে পাশে ফিরিতেছে চেলা চোপদার ।
নকীব ফুকারে ভাটে পড়ে রায়বার ।।
হেনকালে জীবন হইল উপনীত ।
দেখিয়ে সভাস্থ লোক হল চমকিত ।।
রাজা ভাবে এইজন সামান্যত নয় ।
না হইবে কোন ক্রমে সামান্য তনয় ॥
মধুর বচনে রাজা জীবনে সুধায় ।
বল বাপু কোথা হতে আইলে হেথায় ।।
সত্য প্রকাশিয়ে কহ কিবা আকিঞ্চন ।
যত চাহ তত দিব মনোগত ধন ।।
শুনিয়ে জীবন কহে শুন দণ্ডধর ।
অর্থ অভিলাষি নয় আমার অন্তর ॥
ধনজন পরিজন সব পরিহরি ।
তীর্থধামে ফিরি সদা মুখে বলি হরি ।।
কাল্ বাসা করে ছিনু যামিনীর তরে ।
বাজারে সজ্জন এক দোকানির ঘরে ॥
তথা থেকে শুনিলাম কথা মনোহর ।
তোমার কন্যার নাকি ঘটিয়াছে জ্বর ।।
এমন কঠিন ব্যাধি কোথা শুনিনাই ।
বৈদ্যেতে মানিল হারি মরি কি বালাই ॥
রাজা কহে বৈদ্যরাজ শুনহ সকল ।
যত বৈদ্য এসেছিল গোবৈদ্য কেবল ॥
যেরূপ কন্যার মোর ব্যাধির লক্ষণ ।
বুঝি কিছুদিন পরে হারাবে জীবন ।।

শুনিয়ে হুমার হাসি কহিছে তখন।
আমার ঔষধী নহে সামান্য কখন ॥
দেখিতে পাইলে বুঝি জ্বরের লক্ষণ।
অবশ্য কন্যার তব মিলিবে জীবন ॥
সেইহেতু তবালয়ে আমারিত আসা।
অবশ্য সে রোগ নাশী পুরাইব আশা ॥
আর কিছু চিন্তা নাই রহিবে জীবন।
যখন তোমার দ্বারে হল আগমন ॥
শুনিলাম যামিনীতে স্বন্ধ হয় জ্বর।
দুর্ব্বলা হতেছে তায় নাহি সরে স্বর ॥
করিব ব্যবস্থা অদ্য খাইবেন তিনি।
রহিবেন সুস্থা হয়ে সুখেতে যামিনী ॥
শুনিয়ে তাহার কথা মন্ত্রিবর কয়।
ওহে বৈদ্য এত যাঁক করা যুক্তি নয় ॥
কত বৈদ্য আসিয়ে এমত বলেছিল।
অপারগ হয়ে শেষে বন্ধনে রহিল ॥
কাজেকাজে পড়িলে মানুষ চেনাযায়।
চিড়া কি অমনি ভেজে মুখের কথায় ॥
বৈদ্য বলে কাজে কাজে যে দিন পড়িবে।
উপশম দেখি রোগ ক্রমেতে জানিবে ॥
এসেছিল যত বৈদ্য গেল কারাগারে।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যে কি তা পারে ॥
রাজা কহে অধিক কথায় কিবা কাজ।
ভাল তুমি দেখ গিয়ে ওহে বৈদ্যরাজ ॥
রাজার অনুজ্ঞা পেয়ে হুমার জীবন।
আনন্দ সলিলে দেয় সুখে সন্তরণ ॥

যামিনীর বাসে জীবনের আগমন।

ওখানে যামিনী, দিবস যামিনী,
পতি তরে পাগলিনী।
ডাকি সহচরী, কহে খেদ করি,
বিনাইয়ে বিনোদিনী॥
শুনলো সুমতী; দেহনা সুমতী,
কি করি বল এখন।
না পারি কহিতে, কাল্ রজনীতে,
দেখিয়াছি যে স্বপন॥
আমি যার লাগী, আছি সর্ব্বত্যাগী,
ঠিক যেন সেই জন।
বৈদ্যের বেশেতে, আমার পাশেতে;
আসিয়ে হরিল মন॥
তাহারে ধরিতে, গেলাম ত্বরিতে;
অঘোর ঘুমের ঘোরে।
নাহি দিল ধরা, নারী মনোহরা,
শুধু গেল মনো হরে॥
সেজনার সনে, মিলন বিহনে,
সহিতে না পারি জ্বালা।
কি করি উপায়; পরাণ বা যায়,
আমি যে নবিনা বালা॥
ধরি তব পায়, দেহ লো আমায়;
এখনি অনল জ্বেলে।
ঘুচাব যাতনা, ধরায় রবনা,
সে অনলে অঙ্গ ঢেলে॥

উপায় কি বল, নতুবা গরল,
আমারে আনিয়ে দেহ।
বিষে বিষ ক্ষয়, করিব নিশ্চয়,
রাখিবনা ছার দেহ॥
এমতি সময়ে, যামিনী আলয়ে,
সহকরি সহচরী।
কুমার জীবন, দিল দরশন,
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি॥
হেরে সখীচয়; চমকিত হয়,
রায়ের মোহন রূপ।
করে নিরীক্ষণ, না সরে বচন,
উথলিল রস কূপ॥
মনমত ধন, করি দরশন;
যামিনী লজ্জিতা অতি।
করে পলায়ন, আনন্দিত মন;
অন্য ঘরে রসবতী॥
হৃদয় রতনে, গবাক্ষ ঈক্ষণে,
রহিল পুত্তলী প্রায়।
ভাবে এই জন, হৃদয় রঞ্জন;
আসিয়াছিল নিদ্রায়॥
কামে জ্বর জ্বর, অধৈর্য্য অন্তর,
রসে মন নিমগন।
যেমন চঞ্চল, চাতকেরি দল,
ঘন করি দরশন॥
চকরী যেমন, নিশি আগমন,
দেখিয়ে প্রফুল্লা হয়।

দিবা আগমনে, মধুকর গণে,
যেরূপ আনন্দময় ॥
দুঃখের সাগরে, হেরিয়ে নাগরে,
করেতে পাইল মণি ।
অতি ধিরে ধিরে; প্রধানা সখীরে;
ডাকিয়ে কহিছে ধনী ॥
শুনলো সুমতী, বুঝি পশুপতি,
সানুকূল গো আমারে ।
ঠিক যেন সেই, দাড়াইয়ে এই,
স্বপনে হেরেছি যারে ॥
বিলম্ব না সয়; লহ পরিচয়,
কি নাম ওজন ধরে ।
কোথা নিকেতন, হেথা আগমন,
হয়েছে কিসের তরে ॥
খ্যাত কবিবর, বহু গুণধর,
বনয়ারিলাল রায় ।
তাহার প্রসাদে, মজিয়ে আহ্লাদে;
শ্রীকালী হুমার গায় ॥

সখী কর্ত্তৃক জীবনের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

সুমতী প্রধানা সখী সখী মধ্যে হয় ।
জীবনের কাছে আসি লয় পরিচয় ॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি নৃপসুতে কয় ।
কে আপনি মহাশয় হইলে উদয় ॥
কি জাতি কি ব্যবসাই কোথা তব ধাম ।
সত্য প্রকাশিয়ে কহ কিবা তব নাম ॥
শুনিয়ে সখীর মুখে চতুর জীবন ।

মৃদু মধু হাস্য করি কহিছে তখন।
কর্ণাট নগরে ধাম বলি সত্য করি।
জীবন আমার নাম শুন সহচরী॥
নিদান চরক কিছু আছে দরশন।
তাহাই ব্যবসা করি বেড়াই ভুবন॥
শুনিলাম তোমাদের রাজার দুহিতা।
জ্বরে নাকি নিরন্তর আছেন পীড়িতা॥
শুক মুখে সমাচার করিয়ে শ্রবণ।
সেই হেতু দেখিবারে মম আগমন॥
শুনিয়াছি বৈদ্য যত আসে দেখিবারে।
আরোগিতে না পারিয়ে যায় কারাগারে॥
এমম বিষম রোগ কোথা শুনি নাই।
কবিরাজ পরাভব এ বড় বালাই॥
আমার লইয়ে নাম কি লভ্য করিবে।
পরাভব হলে ভূপ কভু না ছাড়িবে॥
বুঝিলাম এরোগের যত বিবরণ।
মজাতে বৈদ্যের হল কেবল মনন॥
নতুবা বৈদ্যের নামে কিবা প্রয়োজন।
নিয়ম মাফিক বুঝি করিবে বন্ধন॥
এতেক বচন যদি জীবন কহিল।
অন্তরে যামিনী থাকি সকল শুনিল॥
মনে মনে ভাবে ধনী শুনিয়ে বচন।
ভাবে বোঝা গেল সেই বটে এই জন॥
শুকপাখী আসি যাহা মোরে বলে ছিল।
শুক নাম শুনি মোর প্রত্যয় হইল॥
তবে আর দুঃখ দেওা উচিত না হয়।

বসিতে আসন দিতে আঁখি ঠেরে কয় ॥
হাসিতে হাসিতে সখী আসিয়ে তখন।
বসিতে আসন দিল বসিল জীবন ॥
রায় কহে সহচরী শুনহ বচন।
কোথা সেই রাজকন্যা করিল গমন ॥
এবড় বিষম রোগ করি দরশন।
বৈদ্যেরে দেখিয়ে রোগী করে পলায়ন ॥
চিকিৎসার এই রীতি নিদানেতে কয়।
অগ্রে নাড়ী টিপে ধাতু দেখিতে যে হয় ॥
পরেতে চেহারা তার করি দরশন।
ইহাতে করয়ে বৈদ্য ব্যাধি নিরূপণ ॥
না দেখিলে না ধরিলে কোন ফল নয়।
আঁধারে মারিলে ঢেলা কিবা লভ্য হয় ॥
বুঝিলাম এইরূপে যত বৈদ্যগণ।
না দেখিয়ে কারাগারে হয়েছে বন্ধন ॥
এত শুনি রসবতী রসে নিমগন।
সখী উপলক্ষ করি কহিছে তখন ॥
নাড়ী টিপে রোগ দেখা প্রশংসিত নয়।
অনুভব চিকিৎসা উত্তম লোকে কয় ॥
বৈদ্য হলে জানিতে বৈদ্যের আচরণ।
কামারে কুমার বৃত্তি সাজে কি কখন ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিষারদ হবে যেই জন।
তাহার ঔষধী আমি করিব ভক্ষণ ॥
অজ্ঞ হতে কার যদি সর্গ লাভ হয়।
তাহাও অধম বলি বুধগণ কয় ॥
পণ্ডিতের হাতে যদি ঘটয়ে মরণ।

বরঞ্চ তাহাও ভাল শাস্ত্রের বচন ।।
কথায় পেলাম আমি তব পরিচয় ।
ঔষধী তুলিয়ে রাখ বৈদ্য মহাশয় ॥
কারাগার হেতু দোষ দিতেছ আমারে ।
আপন ইচ্ছায় এসে দোষ দেহ কারে ।।
তোমার মতন আমি না দেখি বখিল ।
আসিবারে কে তোমারে করিল তসীল ॥
বৈদ্য কহে একি দেখি অদ্ভুত ব্যাপার ।
রোগীতে বৈদ্যেরে জিনে কথা চমৎকার ।।
কথায় বুঝিলে গুণ সকল আমার ।
উত্তম অধম কিসে করিলে বিচার ।।
বুঝেছি বাতিকে ধাতু হইয়াছে কটু ।
তাতিই আমায় এত বলিতেছ কটু ॥
ভাব দেখে মনে হল সন্দ অতিশয় ।
বুঝি কোন উপদেব করেছে আশ্রয় ॥
নতুবা বৈদ্যরে দেখি রোগী কি পলায় ।
কে দেয় বৈদ্যেরে গালি বলনা আমায় ।।
রাজকন্যা বলে সত্য তোমার বচন ।
উপদেব করিয়াছে মোরে আকর্ষণ ॥
দেখিতে তাহারে আমি না পাই কখন ।
কিন্তু তার তরে মন সদা উচাটন ।।
যদ্যপি কপাল ক্রমে দর্শন হইল ।
কে যেন আসিয়ে মোরে তফাত করিল ॥
কথায় হটিয়ে রায় কহে পুনর্ব্বার ।
সুধু এক রোগ নহে বুঝেছি তোমার ।।
লজ্জা নিশাচরী সঙ্গ করেছ প্রণয় ।

সেই তো তফাত করে বুঝেছি নিশ্চয় ॥
না জানি তোমার সেই ভাল হল কিসে।
আপনার দোষে দহ বিচ্ছেদের বিষে ॥
সখীগণে যুবরাজ পুনর্ব্বার কয়।
রোগির মানসে চলা যুক্তি সিদ্ধ নয় ॥
ঔষধের নাম রোগী করিয়ে শ্রবণ।
ইচ্ছা মতে কেবা তাহা করয়ে ভক্ষণ ॥
ধরে আন জোর করি তব ঠাঙ্গর্ঝিরে।
সমুদ্রে শয়ন করি কি করে শিশিরে ॥
লজ্জার একাজ নহে লাজে হান বাজ।
বৈদ্যের নিকট কেবা কোথা করে লাজ ॥

সখীগণ যামিনীকে বৈদ্যের নিকটে
আনায়ন করে।

যত সখীগণ, সরস বদন,
ধনীরে ধরিতে যায়।
কবিরাজ পাশে, মনের উল্লাশে,
আনিয়ে বসায় তায় ॥
কহে কবিরাজ, ইকি তব কাজ;
লজ্জিতা হইলে কেন।
বৈদ্যের নিকটে, কেরহে কপটে,
উচিত না হয় হেন ॥
ওহে রাজবালা, পাইতেছ জ্বালা;
ঘুচাতে এসেছি আমি।
মোরে দুঃখ দিবে; কি সুখী হইবে,
করোনা বিপদ গামী ॥

তোলোনা বদন; কহনা বচন,
কেনবা এমনি কর।
মুখে খুলে ডিপে; আগে নাড়ীটিপে;
ঘুচাব তোমারি জ্বর ॥
যে দেখি আকার, রসের সঞ্চার,
বুঝিবা হয়েছে তব।
না হইল পাক; এরস বিপাক;
অধিক কি আর কব ॥
শুনিয়ে সুন্দরী, মৃদু মৃদু করি;
কহিছে সখীর কানে।
অস্থি চর্ম্মসার, রসের সঞ্চার;
শুনিয়ে মরি গো প্রাণে ॥
কহে কবিরাজ, পরিহরি লাজ;
উপমা দেখলো ধনী।
বালির ভিতর, জলের সঞ্চার,
কেন থাকে চন্দ্রাননী ॥
তোমার শরীর; জানিহ বালির;
ভিতরে রস তরঙ্গ।
ছুলে হুতুহলে, দ্বিগুণ উথলে;
মনে বুঝ এই রঙ্গ ॥
যাহঙ্গ সজনী, কি করি এখনি,
এ রোগের প্রতীকার।
ঔষধ ইহার; নাহি দেখি আর,
বুঝি ঘটে কারাগার ॥
কিবা তার যশ, মৃত্যুঞ্জয় রস;
তোমার কি প্রয়োজন।

হৃদয় উপর, শোভে দিগম্বর,
রসে পরিপূর্ণ হন ॥
বুঝালেম প্রাণে, রসাসিন্ধু দানে,
উপশম হবে রোগ
কিন্তু হে এক্ষণে; হেরেছি নয়নে,
না খাটিল সে সংযোগ ॥
তোমারি বদনে, উথলে নয়নে;
নিরমল রসাসিন্ধু।
পায় পরিত্রাণ, যারে কর দান,
কৃপাকরি এক বিন্দু ॥
গরল সেবন, করিলে কখন,
নাহি হবে উপকার ॥
নয়নে গরল; তোমার প্রবল,
গরল মানিল ছার ॥
যে তোমারি রোগ, সুদ্ধ মুষ্টিযোগ,
দিলে পরে সাজে তবে।
পথ্যের বিধান, কর প্রণিধান,
মোন ভোগ খেতে হবে ॥
করিলে শ্রবণ; ইথে যদি মন,
না হয় তোমারি ধনী।
রাখ কারাগারে, পণ অনুসারে,
হারিলাম চন্দ্রাননী ॥
ওহে চারুশীলে, বুকে দেহ শীলে;
চরণে প্রেম শৃঙ্খল।
ভুজ রজ্জু দিয়ে; নিগূঢ় বাঁধিয়ে,
কর মোরে হীন বল ॥

শুনিয়ে যুবতী, প্রফুল্লিতা অতি,
সখীরে ডাকিয়ে বলে।
ইকি চমৎকার, দণ্ড আপনার;
আপনি লইলে বলে ॥
কবিরাজ কয়, তার কিবা ভয়,
অলাভ কি আছে মোর।
জন্মের মতন; রহিব বন্ধন,
ঘুচিবে ভাবনা ঘোর ॥

জীবন যামিনীর পরস্পর কথা এবং
উপায় স্থির ॥

উভয়ের বাক্য বাণে মোহিত উভয়।
কথার মেলানি আর কতক্ষণ রয় ॥
মনমত ধন পেয়ে মোহিতা যামিনী।
জটিল কামের ভরে কাঁপিছে কামিনী ॥
উভয়ে উভয় ভাবে পড়িতেছে ঢোলে।
উজ্জ্বল অনলে যেন ঘৃত যায় গোলে ॥
কে আগে বলিবে এবে ঘটিল বিষম।
ক্রমে বৃদ্ধি উভয়ের হইল সরম ॥
উভয়ে কহিতে চায় মুখে না জুয়ায়।
সরম মুদ্দই হয়ে উভয়ে ভুলায় ॥
নয়নে নয়নে কিবা ভাবের মাধুরি।
উভয়ে উভয় হেরি করে লুকাচুরী ॥
মরিরে পিরীতি তোর রীতি চমৎকার।
বিধি ভব পরাভব গুণেতে তোমার ॥
প্রণয়ের কাছে লজ্জা কতক্ষণ রয়।
লাজে লাজ পলাইল ভয়ে গেল ভয় ॥

সহাস্য বদনে রায় কহে প্রমোদায় ।
হারিয়াছি কারাগারে রাখলো আমায় ৷৷
শুনি সুবদনী কহে শুন গুণমণি ।
চোর হলে হেন সাজা দিতেম এখনি ৷৷
দিবানিশি কারাগারে রাখিতাম তারে ।
যেন কোন মতে সেই পলাইতে নারে ৷৷
তুমিতো সে চোর নহ হেরেছ কেবল ।
দিবা রেতে কারাগারে রাখাত নিষ্ফল ৷৷
দিবসে সাধীন হয়ে কর হে ভ্রমণ ।
রজনীতে কারাগারে করিব বন্ধন ৷৷
রায় কহে কারাগারে কালাকাল নাই ।
বিচারে হয়েছি দোষী কিসে রক্ষা পাই ৷৷
যাহা হউক রসময়ী করি নিবেদন ।
অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর মোর মন ৷৷
শুনিয়াছি তব কাছে আছে অয়োবর ।
অনায়াসে ত্রাণ পায় সন্তাপিত নর ৷৷
যদি বল ইহা কভু সরোবর নয় ।
শৈবাল সোপান মীন আদি তাহে রয় ৷৷
ইহাতে শৈবাল দেখ ও চাঁচর কেশ ।
প্রোষ্ঠী মীন তল্য আঁখি সাজিয়াছে বেশ ৷৷
বদন শরজ তাহে মরি কিবা শোভা ।
স্তনযুগ চক্রবাক্ অতি মনো লোভা ৷৷
লাবণ্য সলিল কিবা লহরি তাহার ।
নিতম্ব সোপান দুটি মরি কি বাহার ৷৷
মরি মরি কিবা দুঃখ আমার ললাটে ।
সরোবর তটে থাকি তবু বুক ফাটে ৷৷

বিধাতা বিমুখ মোরে দুঃখেতে ভাসালে।
শুকাইল পয়োনিধি আমার কপালে॥
হাস্য করি রসবতী কহিছে জীবনে।
অবাক্ হলেম আমি তোমার বচনে॥
সরোবর আছে বটে সত্য এ বচন।
কিন্তু কি রূপেতে জল করিবে ভক্ষণ॥
প্রচণ্ড তপন দেখ রক্ষক তাহার।
তাঁহার সাক্ষাতে দেওা কি সাধ্য আমার॥
অস্তাচলে দিবাকর করিলে গমন।
তাঁর কার্য্য সুধাকর করিবে গ্রহণ॥
কামিনী বান্ধব যেন সেই সুশীতল।
না হবেন রুষ্ট তিনি খায়াইব জল॥
দিবস থাকিতে বঁধু কভু না পারিব।
দাতব্য করিতে কিহে কলুষ লইব॥
ক্ষণেক বিলম্ব আর সহেনা হে কভু।
আজি যর কালি কি পাঁদাড় তব প্রভু॥
যদি ভাগ্য ফলে পাইয়াছি দরশন।
অবশ্য পুরিবে আশা চিন্তা কি কারণ॥
কি রূপে মিলন হবে না দেখি উপায়।
বারেক খাইলে সুধা খধা কি হে যায়॥
রায় কহে রসময়ী কিবা তার দায়।
যখন হয়েছে আসা করেছি উপায়॥
সবার সম্মতি লয়ে রব দুজনায়।
ভেকে ভুলাইয়ে ভৃঙ্গ যেন মধু খায়॥
তোমার পিতার প্রিয় যে আছে উদ্যান।
সৌরভে আঘ্রাণ করে তৃপ্ত হয় প্রাণ॥

যাইয়ে রাজার কাছে কৌশল করিয়ে।
তোমারে সে উদ্যানেতে যাইব লইয়ে ॥
থাকিব দুজনে সেথা মনের হরিষে।
মনোরথ পুরাইব নিমিষে নিমিষে ॥
অতএব দেখ ধনী দিবাকর যায়।
প্রসন্না হইয়ে মোরে দেহহে বিদায় ॥
এখনি গে ভূপতির লইব আদেশ।
ঘুচে যাবে ঘুচাইব অন্তরের ক্লেশ ॥
যামিনী কহিছে নাথ কি করি এখন।
তব প্রেম ডোরে বাঁধা আছে মোর মন ॥
কেমনে তোমায় আমি দিব হে বিদায়।
ক্ষণেক অদেখা হলে বুঝি প্রাণ যায় ॥
রায় কহে রসবতী চিন্তা কি কারণ।
রজনীতে অবশ্য হে হইবে মিলন ॥
পর্ব্বাপর ভেবে ধনী কার্য্য করা ভাল।
উতলা হইলে পরে ঘটেত জঞ্জাল ॥
এই মতে প্রমোদায় প্রবোধিয়ে রায়।
অনুমতি হেতু চলে ভূপতি সভায় ॥
বনয়ারি লাল রায় বিখ্যাত ভুবনে।
শ্রীকালী কুমার ভনে আনন্দিত মনে ॥

জীবনের রাজার নিকট গমন ও যামিনীরে পুষ্পোদ্যানে আনায়ন ।

প্রবোধিয়ে প্রমোদায়, আনন্দিত হয়ে রায়,
রাজ পুরে দিল দরশন।
উপনীত সভামাঝে, হেরে ভূপ কবিরাজে
ব্যাস্ত হয়ে সুধান তখন ॥

কহ শুনি বৈদ্যবর, কিরূপ দেখিলে জ্বর,
রোগ কি হয়েছে নিরূপণ।
যদি ঘটে থাকে চিন্তে, তনয়ার রোগ চিন্তে,
কারাগারে করিব বন্ধন॥
বৈদ্য কহে মহাশয়, ইহাতে না করি ভয়,
রোগ হইয়াছে নিরূপণ।
কিন্তু আছে এক কাজ; যদি কর মহারাজ,
তবে শীঘ্র হইবে মোচন॥
ক্রমে বৃদ্ধি হবে আয়; সেবন করিলে বায়ু,
বলিষ্ঠা হইবে দিন দিন।
ঔষধেতে তবে তার, হবে রোগ প্রতীকার;
দেখিলাম ব্যাধি যে কঠিন॥
কর রাজা প্রণিধান, চাহি মনোহর স্থান,
যাহে মন রহে সুশীতল।
রোগ হবে উপশম, ঔষধের রবে ক্রম,
নিবেদন করিনু সকল॥
অতএব গুণনিধি, এ রোগের এই বিধি,
দেখ আগে বিচারিয়ে মনে।
যদি ইথে মন লয়, তবে পারি মহাশয়,
নৈলে মোরে রাখহ বন্ধনে॥
শুনি কহে মহারাজ, এ নহে কঠিন কাজ,
যদি পার বাঁচাতে কন্যারে।
আছে মোর পুষ্পোদ্যান; দেবের দুর্লভ স্থান,
সেই স্থানে লয়ে যাও তারে॥
করিলাম অনুমতি; তুমি সদা রবে তথি,
রবে আর সহচরী গণ।

যখন যা প্রয়োজন, হইবে তার কারণ,
তখনি করিবে আবেদন ॥
যদি আরোগিতে নারু; তবে নাহি পাবে পার,
যমঘর পাঠাব তখনি ।
আমার পণ শুনিয়ে, দেখ আগে বিচারিয়ে,
তবে যাও তথায় আপনি ॥
বৈদ্য কহে কি ভাবনা, করিয়াছি বিবেচনা,
যবে মোর হলো আগমন ।
ঘুচিবে মনের ফের, পরেতে পাইবে টের,
যবে হবে ঔষধি সেবন ॥
সম্মতি দিলেন রায়, তবে সখী গণ যায়,
রাণীরে সংবাদ দিল সুখে ।
রাণী তাহে দিল সায়, যামিনীরে লয়ে যায়,
সখীগণ অধিক কৌতুকে ॥
উদ্যানেতে দ্বারীগণ, লয়ে অস্ত্র অগণন;
থানা করি বসিল সকল ।
ফিরিতেছে রজপূত, কেবল যমের দূত,
বারেবার বাহিরে কেবল ॥
কি কব উদ্যান শোভা, জগজ্জন মনোলোভা,
স্বরূপ তুলনা নাহি পাই ।
বারেক হলে গমন, রসায় ঋষির মন,
ধরাতে দ্বিতীয় আর নাই ॥

পুষ্পোদ্যান বর্ণন ।

কিবা পুষ্পবন; অতি সুশোভন, মুগ্ধ হয় মন,
দর্শন করি ।

অতি মনোনীত, আছে সুশোভিত, পুষ্প বিকশিত,
আহা কি মরি ॥
সেফালি পারুল, কদম্ব বকুল, গন্ধরাজ ফুল,
কি শোভা করে।
গোলাপ টগর, কত নাগেশ্বর, দেখিতে সুন্দর,
অন্তর হরে ॥
কনক চম্পক, তরুলতা বক, কেতকী অশক,
গন্ধ রজনী।
কামিনী সেঁয়তী, মল্লিকা মালতী, হেরিলে যুবতী,
মধ্যা অমনি ॥
ঝুমুকা আতস, দোপাটী বাকস, সরস সরস,
ফুটেছে তাতে।
যত কৃষ্ণকেলি, তরুলতা মেলি, করিতেছে কেলি,
মলয়া বাতে ॥
আহা কি উদ্যান, দেব তুল্য স্থান, হেরিলে পরাণ,
বিকল করে।
ফুটি কত ফুল, করিছে আকুল, সৌরভে দুকুল,
নারীর হরে ॥
যত মধুকর, ক্ষুধায় কাতর, ফুলের উপর,
গুঞ্জরে বসি।
কোকিল নিকরে, সুমধুর স্বরে, ডাকে সাখি পারে,
রসেতে রসি।
আছে কত পক্ষ, বিরহি বিপক্ষ, লক্ষ করি লক্ষ,
উড়িছে ঝাকে।
গায় নানা গীত, অতি সুললিত, হৃদয় মোহিত,
হতেছে ডাকে।

কাকাতুয়া লুরী, ময়ূর ময়ূরী, নিত্য করে ঘুরি,
পুচ্ছ বিস্তারি।
সারস চন্দনা, খঞ্জন মদনা, কাজলা ময়না,
বসেছে সারি ॥
কত বুলবুলি, ডালে দুলিদুলি, ছাড়িতেছে বুলি,
অতি উল্লাসে।
চাতক কাতরে, বিমান অধরে, ডাকে জলধরে,
জলেরি আশে ॥
আছে শুক সারী, বসি সারি২, কহিবারে নারি;
কতই শোভা।
ছাড়ি মিষ্ট তান, করিতেছে গান, শুনিলে পরাণ,
অমনি লোভা ॥
আছে সরোবর, অতি মনোহর, লহরি সুন্দর,
খেলিছে তায়।
নির্ভয় অন্তরে, নানা জলচরে, চারি ধারে চরে,
না ভাকে দায় ॥
শ্বেত রক্তপীত, পদ্ম বিকসিত, ভ্রমরা গুঞ্জিত,
মধুর ভরে।
অতি কুতূহলে, দলে দলে দলে, মধু খায় বলে,
ক্ষুধার ভরে ॥
উদ্যান ভিতর, অতি মনোহর, অট্টালিকা ঘর,
কি শোভা তার।
কিবা চমকিত, ফটিকে নির্ম্মিত, তুলনা রহিত,
ধরায় আর ॥
সে নিকুঞ্জবন, হেরিয়ে মদন, ছাড়ে নিকেতন,
কান্তারে লয়ে।

আসি এই বনে, অতি হৃষ্ট মনে, রহিল দুজনে,
প্রফুল্ল হয়ে ॥

জীবন যামিনীর পুষ্পোদ্যানে গমন
এবং বিবাহ।

চারি সখী সঙ্গে লয়ে যামিনী জীবন।
পুষ্পবনে উত্তরিল প্রফুল্লিত মন ॥
করেতে করেতে ধরি ভ্রমে অনিবার।
কোথায় সে গেল রোগ চিহ্ন নাহি তার ॥
প্রত্যেক সে পুষ্পবন মুনি মনোলোভা।
প্রমোদ প্রমোদা তাহে প্রকাশিছে শোভা ॥
রসে তনু ডগ মগ না সরে বচন।
কামে কাঁপে যেন চাঁদে লাগিল গ্রহণ ॥
ভাবে মনে কতক্ষণে দিবাকর যায়।
কতক্ষণে দিবাকর প্রেয়সী আমায় ॥
আতপ তাপেতে দগ্ধ হয়ে কোন জন।
ছায়া হেরি কতক্ষণ সে কিরণে রণ ॥
ক্ষুধিতে যদ্যপি সুধা করে দরশন।
কতক্ষণ রহে বল না করি ভক্ষণ ॥
শুনিয়ে প্রমোদা কহে রোষ করি ছলে।
বিবাহ হইলে আর ঘর নাহি চলে ॥
ওহে কান্ত শান্ত হও ভ্রান্ত কি কারণ।
ক্ষুধা পেলে কেবা করে দ্বি করে ভক্ষণ ॥
বলিতে কহিতে দিবা করিল গমন।
রজনী সজনী হয়ে দিল দরশন ॥
ফুল তুলি সখীগণে গাঁথে ফুল হার।
সৌরভে ব্যাকুল করে কি তার বাহার ॥

গন্ধবে করবী ফুলে গাঁথিতেছে ঝাঁপা।
কেহ বা সাজায় খোপা সুখে তুলি চাঁপা ॥
কেহ বা করিল কত ফুলের ভূষণ।
সুবর্ণ মানিল হারি করি দরশন ॥
ফুলের মসারি আর ফুলের আসন।
ফুলের বাসর আদি কৈল সখীগণ ॥
কি ছার সে ফুল ধনু কত ফুল তায়।
এ ফুলে হেরিয়ে ফুলে পলায় লজ্জায় ॥
আনন্দ সলিলে ভাসি পরে সখীগণ ॥
উভয়ে সে ফুল লয়ে করে সুশোভন ॥
নাগর নাগরী দোহে সাজিলেন ভাল।
বাসরে বসিল সুখে ঘর করি আল ॥
হেনকালে ফুল হার আনে সহচরী।
লজ্জিতা হইল তাহে হেরিয়ে সুন্দরী ॥
ঈষৎ হাসিয়ে তবে কহিছে জীবন।
কেন প্রিয়ে বসনেতে ঢাকিলে বদন ॥
এখন এ সাজ নাহি সাজে বিনোদিনী।
না হতে প্রণয় লাভ হইলে মানিনী ॥
স্বভাবে অভাব হলে মরি হায় হায়।
দেখাইলে নব ভাব প্রেয়সী আমায় ॥
হেঁট মুখে শশিমুখী হাস্য করি কয়।
ওহে রসরাজ এই মানেরি সময় ॥
এই হোতে মানধনে করে আবাহন।
চির দিন মানে মানে রব অনুক্ষণ ॥
মধুমাখা বাক্য শুনি রসিক সুজন।
হরিষে কুসুম হার করিল গ্রহণ ॥৮

লজ্জারূপ কুলুপের ছুটে গেল কল।
উভয়ে আনন্দে করে কুসুম বদল॥
মনানল সুশীতল হল শুভক্ষণে।
বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হল সুখের মিলনে॥
যুড়াল চাতকী প্রাণ মিলন সলিলে।
মনোমত কত লীলা করে দোঁহে মিলে॥

জীবন যামিনীর উদ্যান ভ্রমণ এবং বিলাস।

মনোমত বিনোদিনী পাইয়ে বিনোদ।
নব নব রসে নিত্য করেন আমোদ॥
কভু বা নিকুঞ্জে রয় কভু বা প্রাসাদে।
যখন যা মনে হয় করেন আহ্লাদে॥
এক দিন বৈকালেতে প্রেয়সীর সনে।
ভ্রমণ করেন সুখে কুসুম কাননে॥
ফুলে তুলি উভয়েতে করে ফুল খেলা।
নানা মতে করিতেছে নব রসে মেলা॥
প্রমোদে প্রমোদ ধরী প্রমোদার করে।
স্বভাবে মোহিত হয়ে কন মৃদুস্বরে॥
ওহে প্রিয়ে দেখিতেছ এই জলাশয়।
নিতান্ত জানিহ ইহা সরোবর নয়॥
তব অকলঙ্ক মুখ হেরিয়ে নলিনী।
মনো দুখে নেত্রনীরে হল সংবাহিনী॥
সেই জলে হইয়াছে এই সরোবর।
ভাসিছে জলেতে পদ্ম দুখে নিরন্তর॥
যে জন না জানে ভাব সে ভাবে অন্যায়।
বলিলাম সত্যভাবে প্রেয়সী তোমায়॥
যত ফুল ফুটিয়াছে উদ্যানে তোমার।

সকলে লুটেছে তব লাবণ্য ভাণ্ডার ॥
মনোহর অধর করিয়ে দরশন।
বান্দুলী কিঞ্চিৎ রাগ করিল হরণ ॥
চোর কোথা সুখে রহে পরধন হরি।
দেখ ওর কত সাজা ঘটেছে সুন্দরী ॥
বিধাতা সাধিল বাদ সুখেতে তাহার।
করিয়াছে ঐ ফুলে মারিছ আহার ॥
চম্পক হরিয়ে ছিল তোমার বরণ।
মধুহীন বিধাতা করিল একারণ ॥
গোলাপ হেরিয়ে গণ্ড গণ্ডগোল করে।
উচ্চ হয়ে ফুটে ঘোর অহংকার ভরে ॥
বিধাতা হেরিয়ে দর্প হইয়া বিব্রত।
কাঁটা দিল সেই পথে কণ্টকে আধৃত ॥
হরে ছিল তিল ফুল নাশার আভাস।
তাই তিল নাম বিধি করিল প্রকাশ ॥
তোমার দশন শোভা করি নিরীক্ষণ।
করে ছিল কুন্দ ফুল কিঞ্চিৎ হরণ ॥
চোরের কেমন সাজা দেখ চন্দ্রাননী।
শিবের অপূজ্য হল পূজায় অমনি ॥
নয়নে হেরিয়ে প্রিয়ে তব করতল।
আপনি সে জবাফুল হইয়ে বিকল ॥
নম্র ভাবে হরে ছিল ভাবিয়ে বিপদ।
দেখ দেখ তাই তার বাড়িয়াছে পদ ॥
ভব-পারাবারে তার হয়েছে উপায়।
উঠিয়াছে আশুতোষ মোহিনীর পায় ॥
ভাবিনী শুনিয়ে ভাব ভাবে গলে পড়ে।

আদরে পতির হাত চেপে ধরে রড়ে ॥
সোহাগে পতিরে বলে সুধাংশুবদনী।
ওহে নাথ তুমি হও ভাব শিরোমণি ॥
অবলা রমণী আমি কিবা বুদ্ধি বল।
দাসীরে অধিক বলা নিস্ফল কিবল ॥
এই যতে দুই জনে করেন ভ্রমণ।
স্বভাবের ভাব যত করি দরশন ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার করে গুণ গুণ স্বরে।
কোকিল ললিত রবে গায় সারি পরে ॥
মোহিত্ত হইয়ে ধনী কান্ত প্রতি কয়।
ওহে বঁধু ইকি ধ্বনি শুনি মধুময় ॥
যে রব পূর্ব্বেতে বোধ হইত অনল।
এখন হৃদয় তাহে হতেছে শীতল ॥
আজ কেন পুষ্পবন এত মোনহর।
ধরেচে বিপুল সোভা কহিতে বিস্তর ॥
বুঝি তবাগম হয় ইহার কারণ।
সকলে তোমার যশ করিচে কির্ত্তন ॥
রায় কহে বিনোদিনী শুন সে কারণ।
আজ যাহে এত সোভা ধরে পুষ্পবন ॥
তোমার কাঞ্চন কান্তি বিমল বরণ।
পুষ্পবন পূর্ব্বে নাহি পেত দরশন ॥
সোভা সিকিবার তার সাদ ছিল মনে।
অক্ষম হইয়ে ছিল তব অদর্শনে ॥
তোমার এখানে আসা নাহি ছিল আশা।
সদত দুঃখিত ছিল হইয়ে নৈরাশা ॥
বিধি সানুকুল হলো ওদের রোদনে।

তোমায় আনিয়ে দিল এই পুষ্পবনে॥
ঘরে বসে দেখা পেয়ে মিটে গেছে দুঃখ।
তাই হাস্য করি সবে করিচে কৌতুক॥
অনুপামা প্রিয়সী হে তব ভুজদ্বয়।
কোমল কমল তার তুল্য নাহি হয়॥
ব্যাজন সময়ে মরি কিবা সোভা তার।
নিরন্তর হয়ে থাকে কঙ্কন ঝঙ্কার॥
ভ্রমণ বিরলে পেয়ে শিখেছিল যাহা।
আজি ধনী তোমারে হে দেখাইছে তাহা॥
এই যে করেছে মুখে ধ্বনি গুণ্ গুণ্।
সুদ্ধ প্রাণ গাইতেছে তব প্রেম গুন॥
আর দেখ পিকবর বসি সাখি পরে।
তব স্বর শিখিতেছে হরিষ অন্তরে॥
তুমি যা বলিছ তাহা করিয়ে শ্রবণ।
কুহু ছলে অভ্যাস করিছে ও এখন॥
এ বনে যাহারা শোভা করিছে প্রচার।
কেহ চোর কেহ শিষ্য প্রেয়সী তোমার॥
রসিকা রসিল রসে রসিকের ভাবে।
ভাবের সাগরে দোহে আনন্দেতে ভাসে॥
কুমারীর দেহ রথ অতি সুশোভন।
সারথী যুবক তাহে কৈল আরোহণ॥
নানা ছলে বাহুবলে চালায় সে রথ।
স্বভাবের ভাবে হলো পূর্ণ মনোরথ॥

জীবনের রাজার সহিত মৃগয়ার গমন।

নিত্য নিত্য রসময় রসময়ী সঙ্গে।
অজিবার ভাসিছেন কৌতুক তরঙ্গে॥

মধ্যে মধ্যে ভূপতির পুরে আগমন।
স্বীয় প্রিয় পুত্রবৎ ভাবেন রাজন ॥
সুখ্যাতি হইল ক্রমে রাজ্যেতে প্রচার।
বশে বশ সব লোক হইল তাহার ॥
সকল কর্ম্মেতে রাজা করে আবাহন।
ক্রমেতে জীবন তার হইল জীবন ॥
একদিন নরপতি লইয়ে জীবনে।
মৃগয়া করিতে গেল হরিষে কাননে ॥
বনে বনে করে রাজা মৃগ অন্বেষণ।
মৃগ নাহি কোন বনে পায় দরশন ॥
দৈবাধীন মৃগ এক যায় পলাইয়ে।
নৃপতি দেখিয়ে তাহা চলিল ধাইয়ে ॥
পরাভব হল রাজা পলাল হরিণ।
ক্ষুধায় ব্যাকুল চিত্ত অঙ্গ হল ক্ষিণ ॥
দিবা অবসান হৈল আইল যামিনী।
অসিত পক্ষের নিশি ধ্বান্ত তমসিনী ॥
ঘন গণ ঘটা করি করিছে গর্জ্জন।
মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী দেয় দরশন ॥
চারি দিগে ঘোরাকার অতি ভয়ঙ্কর।
ঝিঁ ঝিঁ রবে ঝিল্লীগণ ডাকে নিরন্তর ॥
থর থর কাঁপিতেছে যত লোক জন।
ভূপতি চিন্তিত অতি করেন রোদন ॥
রাজার স্বভাব দেখি কহিছে জীবন।
ধৈর্য্যধর মহারাজ চিন্তা কিকারণ ॥
আপনি উতলা হলে সবে পাবে ভয়।
তাহাতে ঘটিবে মন্দ ওহে সদাশয় ॥

এই মতে নৃপতিরে বুঝায়ে কুমার।
যামিনীর হেতু মনে ভাবয়ে অপার ৷৷
নাজানি আমার তরে জাগিয়ে যামিনী।
মম অদর্শনে প্রাণ ত্যজিবে যামিনী ৷৷
তিলেক অন্তর হলে গণিত প্রমাদ।
এখন কেমনে আছে না জানি সম্বাদ ৷৷
হায় কেন আইলাম ভূপতির সনে।
কতই প্রমোদা চিন্তা করিতেছে মনে ৷৷
এই রূপে চিন্তা করে কুমার জীবন।
প্রকাশ করিতে নারে দুঃখে দহে মন ৷৷

যামিনীর খেদ।

হেথায় যামিনী ধনী নাগরের আশে।
আশাপথ হেরিতেছে কতক্ষণে আসে ৷৷
সখীগণ সবেমেলি সে নাগর তরে।
পুষ্পতুলি মালা গাঁথি রাখে থরে থরে ৷৷
কেহ যায় যামিনীর করাইতে বেশ।
কেহ যায় সযতনে বিনাইতে কেশ ৷৷
কেহ যায় নয়নেতে সুঁপিতে অঞ্জন।
কেহ যায় হস্ত পদ করিতে মার্জ্জন ৷৷
কবরী বন্ধনে কিবা বেণী শোভা পায়।
যেন কুণ্ডলিনী হয়ে ফণী আছে তায় ৷৷
অন্য সহচরী তার কবরী হেরিয়ে।
পুষ্প আনি তদুপরি দিলেন ঘেরিয়ে ৷৷
তাহে কি হইল শোভা আহা মরি মরি।
যেন মণি ধক ধক করে তদুপরি ৷৷

নাগরের তরে বেশ করিয়ে সুন্দরী।
রাখিলেন আশাপথে নয়ন প্রহরী ॥
এই আসে এই আসে বলিয়ে যামিনী।
আশাপথে রহিলেন হয়ে চাতকিনী ॥
অর্দ্ধ নিশি এই রূপে করিল গমন।
হেরিয়ে যামিনী দুঃখে করিছে রোদন ॥
বল বল ওগো সখী কি উপায় করি।
দেখ দেখ প্রভাতা হইল বিভাবরী ॥
ধর ধর এত জ্বালা আমারে না সহে।
জ্বর জ্বর হল প্রাণ তাহার বিরহে ॥
বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ হয়ে করিছে দংশন।
ছিঁড়িল প্রবোধ তাগা না মানে বারণ ॥
কণ্ঠাগত হল বিষ কি উপায় করি।
দুঃখ পেয়ে দলনা করিছে মন করি ॥
কত সুখ দিত আগে ও চন্দ্র মণ্ডল।
এখন বর্ষণ যেন করিছে অনল ॥
কেমনে জীবন রহে না হেরে জীবনে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ যাইয়ে জীবনে ॥
প্রভাত প্রমাদ দায় হল প্রমোদায়।
ওই দেখ সুখ নিশি পোহাইয়ে যায় ॥
আসিবেন প্রাণনাথ আশা ছিল মনে।
দিননাথ করিলেন নৈরাশ এক্ষণে ॥
যামিনীর ভাব হেরি সখীগণ কয়।
কি কারণে চিন্তান্বিতা হলে অতিশয় ॥
আসিবেন গুণমণি ওগো বিনোদিনী।
সবেমাত্র অর্দ্ধ গতা হইল যামিনী ॥

তুমি যত তাঁর তরে ভাবিতেছ ধনী।
সে কিগো নিশ্চিন্ত আছে শুধাংশুবদনী।
বুঝি কোন কার্য্যসুত্রে হয়েছে বন্ধন।
আসিবেন যুবরাজ চিন্তা কি কারণ॥
সখীর বচন শুনি কহে রসবতী।
ওগো সখী বুঝা গেল সে জনের মতি॥
এই কি তাহার বল প্রণয়ের ধারা।
কাননে কামিনী রাখি প্রাণে করে সারা॥
কহিতে দুঃখের কথা বেড়ে ওঠে খেদ।
না হতে প্রণয় লাভ ঘটিল বিচ্ছেদ॥
যদি না আসিবে জান নিষ্ঠুর রতন।
তবে কেন সাজাইলে এত অকারণ॥
ভূষণে ভূষিত করে দিয়াছ আমায়।
সে ভূষণ শূল হয়ে হানিতেছে কায়॥
পুষ্প আনি রাখিয়াছ করিয়ে যতন।
সে পুষ্প নাগর বিনে করিছে দহন॥
সেই দহনেতে আমি বিধিমতে জ্বলি।
প্রত্যেক তাদের গুণ শুন তবে বলি॥
বকুল ব্যাকুল করে সেধন বিহনে।
নাগ প্রায় নাগেশ্বর দংশায় বদনে॥
যে ফুল রেখেছ হেথা নামেতে অশোক।
সে কেন আমারে সখি বাড়াতেছে শোক॥
ইনিতো প্রধান ফুল নামেতে গোলাপ।
নাগর বিহন রোগ বাড়ায় প্রলাপ॥
মরিগো প্রলাপে এক চাঁপায় কাঁপায়।
শূল সম ঝুমকায় চুমুকায় কায়॥

দিন পেয়ে দীনা দেখে রজনীগন্ধায়।
রজনী সজনী পেয়ে অমনি দন্ধায় ॥
সকলে বুঝাতে পারি কি কঠিন জাতি।
ইহারে জ্বালায় বুঝি নাহি রহে জাতি ॥
আর দেখ সহচরী কাষ্ঠমল্লিকায়।
আপনার রীতি গুণে করে কাষ্ঠপ্রায় ॥
বিচ্ছেদ বিকার রোগে নিষ্ঠুর দোপাটি।
দোপাটি দশনে বুঝি লাগায় কপাটি ॥
কামিমী নামেতে ফুল কামিনীর কুল।
সে হল সময়ে সখি কামিনীর শূল ॥
জবায় দিতেছে ওই জবাব আমায়।
না আসিবে প্রাণনাথ ভাবেতে বুঝায় ॥
দেখ দেখ সৌরভ ছুটিল অতসির।
আর কি আসিবে নাথ হল নত শির ॥
ওগো সখি ধর ধর যত অলঙ্কার।
বিষনরী হল গলে বিষনরী হার ॥
শুনিয়াছি লোক মুখে শাস্ত্রের বচন।
হলাহল ত্রিপুরারি করিল ভক্ষণ ॥
আমার হৃদয়ে বাস করে সেই হর।
ঝাঁপিয়ে পড়িছে হর তাহার উপায় ॥
এবিষ খাইতে ভব হল পরাভব।
বুঝিলাম শাস্ত্র কথা নহেত সম্ভব ॥
এচারি প্রহর নিশি রহিব কেমনে।
সময় পাইয়ে দুঃখ দেয় শত্রুগণে ॥
দেখ কত জ্বালা সৈয়ে পেয়েছিনু তায়।
আবার সে দায় বুঝি ঘুটিল আমায় ॥

এতশুনি সখীগণ কহিছে অমনি।
নূতন প্রেমেতে ব্রতী হয়েছ আপনি॥
একদণ্ড সহেনাক বঁধুর বিচ্ছেদ।
নাজেনে প্রেমের তত্ত্ব করিতেছ খেদ॥
এইতো প্রত্যূষ তব প্রেমের দিবসে।
কত দুঃখ পেতে হবে প্রেমময় রসে॥
একান্ত যদ্যপি ধনী থাকিতে নাপার।
উপায় করেছি মোরা শুন বলি সার॥
পিরীতি প্রতিমা এক করিয়ে নির্ম্মাণ।
মদনে মনের সুখে দেহ বলিদান॥
গর্ভীরা যামিনী হলে হবে শুভযোগ।
তার পরে দেহ ভোগ প্রেম কর্ম্মভোগ॥
বিচ্ছেদ আহুতি দেহ শুনহ বিধান।
দক্ষিণান্ত দেহ মনে হয়ে যত্নবান॥
পড়োনা ধরায় আর পাতিয়ে অঞ্চল।
দশা দেখে আমাদের জ্বলে দুঃখানল॥
কমলের কচি পাতা আনে সখীগণ।
বিছাইল নিভাতে প্রেম হুতাশন॥
এই মতে বিনোদিনী যুড়াতে জীবন।
অসার ভাবিয়ে মনে করিল শয়ন॥

রাজার স্বদেশে আগমন।

রজনী প্রভাতা হল ঘুচে গেল ভয়।
রাজ্যেতে আসিয়ে রাজা হইল উদয়॥
জীবন ভাবিছে মনে ঘুচিবে জঞ্জাল।
অগ্রভাগে যামিনীর বাসে জাওয়া ভাল॥
নিশির সংবাদ তারে করিব জ্ঞাপন।

অকলঙ্ক মুখ হেরি যুড়াইবে মন ॥
এত ভাবি মনে মনে হইয়ে চিন্তিত।
প্রেয়সীর মন্দিরেতে হল উপনীত ॥
দেখে ধনী নিদ্রাভরে আছে অচেতন।
উঠাইতে সখীগণ করিল বারণ ॥
নাগরের সাড়া পেয়ে উঠিল যামিনী।
ঈষৎ নয়ন মেলি চাহে বিনোদিনী ॥
ঘুম ঘোরে রাঙ্গা আঁখি করে ছল ছল।
উথলিল মানসিন্ধু হইয়ে প্রবল ॥
বদনে বসন টানি দিল চন্দ্রাননী।
অভিমান-সলিলেত ডুবিল অমনি ॥
ক্রোধ ভরে রসরাজে নাকরে সম্ভাষ।
কাঁদাতে নাগর বরে বাড়িল উল্লাস ॥
যামিনীর ভাব হেরি ভাবক অবাক্।
কি বলিবে কি বুঝিবে নাহি সরে বাক্ ॥
সাহসে করিয়ে ভর সম্ভাসে জীবন।
ততই মানিনী মানে হইল মগন ॥
মানময়ী অভিমান আর নাহি সাজে।
কি রূপে বিরূপ হলে মনোহর সাজে ॥
ঢাকিয়াছ বিধুমুখ বসনের ছাঁদে।
আহামরি গ্রহণ লেগেছে যেন চাঁদে।
দর দর ঝরে জল নলিন নয়নে।
থর থর কাঁপিতেছ ক্রোধ হুতাশনে ॥
গর গর মান ফণী করিছে গর্জ্জন।
জর জর হল প্রাণ না সহে দংশন ॥
হর হর হয়ে বিষহরী বিষ ধনী।

কর কর প্রতীকার কুরঙ্গ নয়নী ৷৷
তোল তোল চাঁদমুখ রাখ রাখ প্রাণ।
দেখ দেখ যামিনী হইল অবসান ৷৷
ঝর ঝর ঝরিতেছে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু।
মরি মরি সুখায়েছে ওবদন ইন্দু ৷৷
শশী বিনে নিশির কি শোভা কভু হয়।
অলি বিনে নলিনীর শোভা নাহি রয় ৷৷
বাস বিনে কখন না শোভে অলঙ্কার।
গলদেশ নাহি শোভে বিহনেতে হার ৷৷
পয়োধর বিনে নারী শোভা নাহি পায়।
ঘুঙ্গুর বিহনে শোভা পায় কি হে পায় ৷৷
তাই বলি তব সুধামাখা বাক্য বিনে।
কখন কি শোভে প্রেম বল না এদীনে ৷৷
জানিতাম নিরন্তর শরল অন্তর।
সে ভাবে হইতে কেন হইলে অন্তর ৷৷
হেরিতে তোমার কেশ আশায় মজিয়ে।
এসেছিল ভুজঙ্গিনী ঘন সঙ্গে নিয়ে ৷৷
বসনে ঢেকেছ নাহি পেয়ে দরশন।
মনোদুঃখে ক্রোধে দোহে হইয়ে মগন ৷৷
ফণী গেল মান হয়ে তব কলেবরে।
দংশায় আমার অঙ্গে অতি ক্রোধভরে ৷৷
ঘন কাঁদে বৃষ্টিছলে পেয়ে মনোদুঃখ।
নীলাম্বরী হয়ে শেষে ঢাকিয়াছে মুখ ৷৷
তব অকলঙ্ক মুখ হেরিবার আশে।
শশধর উদয়তো ছিলেন আকাশে ৷৷
কোন ক্রমে নাহি পেয়ে মুখ দরশন।

মনোদুঃখে নিশানাথ করিছে গমন ॥
রুদ্রভাব পরিহরি নম্রভাব ধর।
তবেত শোভিবে ভাল তব পয়োধর ॥
কুরঙ্গী আসিয়ে ছিল হেরিতে নয়ন।
কিন্তু তুমি তাহারে না দেখালে এখন ॥
সেই অপমানে ফিরে গেল হে কুরঙ্গী।
কাননে ফিরিছে সদা হইয়ে কুরঙ্গী ॥
তোমার কর্ণের দর্প করিয়ে শ্রবণ।
গৃধিনী আসিয়ে ছিল হেরিতে শ্রবণ ॥
বাসে ঢাকা কর্ণ তব গৃধিনী না হেরে।
আকাশ ভাবিয়ে সদা আকাশেতে ফেরে ॥
সুখে শুক এসেছিল হেরিবারে নাসা।
কিন্তু তুমি তাহার না পূরাইলে আশা ॥
আসামাত্র সার হল আসা না পূরিল।
অপমানে বৃক্ষের কোটরে লুকাইল ॥
অধর হেরিতে বিম্ব সাদ করি মনে।
এসেছিল প্রেয়সিহে তোমার সদনে ॥
মানমেঘে তবাধর বিবর্ণ দেখিয়ে।
অহঙ্কারে ফাটিয়ে পড়িছে দেখ প্রিয়ে ॥
শুনিবারে প্রেয়সিহে তব মধুস্বর।
বড় আশে এসেছিল দুষ্ট পিকবর ॥
শ্রবণে নৈরাশ হয়ে হয়ে ক্রোধান্বিত।
আমারে দিতেছে গালি ওই যথোচিত ॥
একবার কথা কও তোলোহে বদন।
কোকিলে সন্তুষ্ট কর আমার কারণ ॥
মানে ম্রিয়মাণী দেখে আপনি কন্দর্প।

মমপাশে করিতেছে কত মতে দর্প ॥
বিশেষত কুচশম্ভু হৃদয়ে তোমার।
বাসে ঢাকা আছে বলে এত জোর তার ॥
দিগম্বরে দিগম্বর করহে এখন।
মম কর বিল্বদল হইলে শোভন ॥
অতনু অতনু ডরে হবে পরাজয়।
তবে ঘুচে যাবে মোর দুঃখ সমুদয় ॥
অনুগত দোষী হলে মহতে কি ধরে।
দোষ ছাড়া কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
তথাপি হে কোন দোষে নাহি হই দোষী।
মিছা দোষে দোষী করি কেন রহ রোষী ॥
কথা কও কথা কও তোল চাঁদ মুখ।
আশ্রিত জনেরে কেন দিতেছ হে দুঃখ ॥
প্রেমিকের রসাভাসে রসিল কামিনী।
আর কি রহিতে পারে হইয়ে মানিনী ॥
মনেতে বাড়িছে সাধ প্রকাশিতে নারে।
প্রমাদ ঘটিল বড় মান অনুসারে ॥
নয়নে লজ্জিতা অতি অন্তর ব্যাকুল।
সম্ভাস করিতে নারে মান হল শূল ॥
ভাবক বুঝিয়ে ভাব প্রফুল্ল অন্তর।
মান মৃগ বধিতে লইল ধনুঃশর ॥
সন্ধান পরিয়ে চাহে ছাড়িতে সে তীর।
লজ্জা পেয়ে কহে ধনী হইয়ে অস্থির ॥
দিবসে হরিণ বধা যুক্তি সিদ্ধ নয়।
নিশিতে বধিহ নাথ নাহি লজ্জা ভয় ॥

রায় কহে বিনোদিনী কেন ভাব দুঃখ।
এখনি হইবে লভ্য নানা মতে সুখ ॥
দিবসে বধিলে প্রিয়ে যদি পাই সুখ।
ইথে কেন ভিন্ন মত হয়ে দেহ দুঃখ ॥
আমার কি সাধ নাই দিবসে বধিতে।
দিবসে পাইলে শশী কি কাজ নিশিতে ॥
রসিকা টলিল ভাবে স্বভাবের ভাবে।
দম্পতী আনন্দে রহে প্রণয় প্রভাবে ॥

রাণী কর্ত্তৃক নৃপসন্নিধানে যামিনীর বিবাহ প্রসঙ্গ এবং গৃহে আনয়ন পরামর্শ।

যামিনী হইল সুস্থা নাহি কোন রোগ।
দিন দিন মনো মত পেয়ে নব ভোগ ॥
প্রথমা যৌবনী তাহে পেয়ে পতি সঙ্গ।
দিন দিন বাড়িতেছে রূপের তরঙ্গ ॥
কন্যার আরোগ্য দেখি রাণী সাধ্যাসতী।
আনন্দের নাহি সীমা প্রফুল্লিতা অতি ॥
এক দিন ভূপতিরে হাস্য করি কয়।
উদ্যানে তনয়াধনে আর রাখা নয় ॥
আরোগ্য হয়েছে রোগ পাইয়াছে বল।
গৃহে এনে সে রতনে হই হে শীতল ॥
বৈদ্যেরে বিদায় কর দিয়ে নানা ধন।
তাঁহা হতে কন্যা মোর পাইল জীবন ॥
যদ্যপি রহিতে চাহে রাখ দরবারে।
কবিরাজ সমবন্ধু নাহি এ সংসারে ॥
যদি ধাতা বাঁচালেন যামিনী রতনে।
বিবাহের চিন্তানাথ করহে এক্ষণে ॥

কার মনে আশা ছিল বাঁচিবে যামিনী।
সুদ্ধ বাঁচাইলা কালী দেখিয়ে দুঃখিনী ॥
রাণীর বচনে রাজা আনন্দে মগন।
পরেতে সভায় আসি দিল দরশন ॥
পাত্র মিত্রগণে সব কহিল রাজন।
যামিনীর বিবাহের কর আয়োজন ॥
জ্যোতিষিকে আজ্ঞা দিল দিন দেখিবারে।
আসিবেন সেই দিনে যামিনী আগারে ॥
জীবন বসিয়েছিল সকল শুনিল।
শিরে যেন বজ্রাঘাত ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
পরে রাজা জীবন বিনয় করি কন।
তব গুণে পাইলাম যামিনী রতন ॥
যেরূপ করিলে তুমি মম উপকার।
ধরাতে নাহিক দ্রব্য দিতে পুরস্কার ॥
যে ধন চাহিবে তুমি তাহা আমি দিব।
সে কথা লঙ্ঘন আমি কভু না করিব ॥
বৈদ্য কহে মহারাজ নাহি আশা ধনে।
হয়েছে অধিক লাভ তব দরশনে ॥
যামিনী আরোগ্য হল এলাভ বিস্তর।
মম আশা পূর্ব্বে বলিয়াছি গুণাকর ॥
এই মত নৃপতিরে বলিল কুমার।
মনেতে উথলে কিন্তু শোক পারাবার ॥
ক্ষণেক বসিয়া তথা রহিল জীবন।
পরে ধনী পাশে দুঃখে করিল গমন ॥

জীবন যামিনী উভয়ের পলায়ন।

বিবাহের কথা শুনি নৃপতি তনয়।

দুঃখ মনে উত্তরিল প্রেয়সী আলয় ॥
রীতিমত বাক্যালাপ না করে জীবন।
রাজার বচন বাণে দুঃখেতে মগন ॥
প্রিয় অন্যমন দেখি প্রেয়সী সুধায়।
আজি কেন রস হীন দেখি রসরায় ॥
নিত্য নিত্য কত মত করিতে সম্ভাস।
কি লাগিয়ে উৎকণ্ঠিত বল হে নির্য্যাস ॥
রায় কহে শুধামুখী কি ক্ষতি তোমার।
যে ক্ষতি সে ক্ষতি মোর যন্ত্রণা অপার ॥
শুধাইলে তবে শুন শুভ সমাচার।
অবশ্য তাহাতে আমি পাব পুরস্কার ॥
আরোগ্য হয়েছ তুমি দেখিয়ে রাজন।
তব বিভা দিতে তাঁর হয়েছে মনন ॥
গিয়াছে ঘটক সব দেশ দেশান্তরে।
তোমারে যাইতে হবে অন্দর ভিতরে ॥
ইহাতে তোমার প্রিয়ে কিছু হানি নাই।
মনোমত পাইবে হে সুন্দর গোসাঞি ॥
মিছামিছি বাক্যে আর প্রয়োজন নাই।
হাসিয়ে বিদায় দেহ দেশে চলে যাই ॥
ধনী কহে কি বলিলে ওহে গুণমণি।
তোমার এবাক্য মোর হল কালফণী ॥
ইকি কথা অসম্ভব কহিবার নয়।
রহস্য করিছ কিহে সত্য রসময় ॥
রায় কহে মম বাক্য অলিক ভাবিলে।
সত্য হলে কি করিবে নরপতি দলে ॥
ধনী কহে মার পাশে করিব ঘোষণা।

কিছুদিন পশুপতি করিব অর্চ্চনা ॥
তা হলে বিলম্ব কিছু হবে গুণমণি।
উপায় করিব পরে যা হয় তখনি ॥
রাজপুত্র বলে প্রিয়ে মোরে মজাইবে।
নৃপতির মনে ঘোর সন্দেহ হইবে ॥
মনে মনে রাজা করিবেন বিবেচনা।
ইহাতে বৈদ্যের কিছু আছয়ে ঘটনা ॥
বিভা শুনি কেবা কোথা রহে দুঃখভরে।
পঞ্চম বর্ষের শিশু সুখে নৃত্য করে ॥
ভেবে দেখ তুমি তাহে হয়েছ যৌবনী।
একথা শুনিলে রাজা বুঝিবে অমনি ॥
শুনিয়ে যামিনী কহে করহে উপায়।
অবলা সরলা মোর বুদ্ধি না জুয়ায় ॥
যদ্যপি এ দায়ে নাথ উদ্ধারিতে নার।
এখনি ত্যজিব প্রাণ বলিলাম সার ॥
এতেক বচন শুনি কহিছে জীবন।
ইহার উপায় এক আছে হে এখন ॥
ইহা ভিন্ন অন্য আর না দেখি বিধান।
থাকিতে যামিনী চল করি হে প্রয়াণ ॥
মম রাজ্যে উত্তরিব না রহিবে ভয়।
সখীগণ যেন নাহি জানে সমুদয় ॥
উত্তম বলিয়ে ধনী সুখে দিল সায়।
মনোমত বিলাসেতে মত্ত দুজনায় ॥
মনো অভিলাষ বত করিতে গোপন।
কপট নিদ্রায় দোঁহে হল অচেতন ॥
দাসীগণ এত দেখি সমাধিয়ে কাম।

শয়ন আগারে গেল করিতে বিশ্রাম ॥
তদন্তর দেখে উঠে কুমার জীবন।
দ্বারি আদি সকলেতে আছে অচেতন ॥
এত দেখি পুলকিত হইল জীবন।
ধিরে ধিরে অশ্বশালে করিল গমন ॥
বাছি বাছি মনোমত নিল দুই হয়।
উদ্যানেতে পুনরায় হইল উদয় ॥
ছাড়িতে উদ্যান ধনী নাহি পারে ত্রাসে।
বারেক বাহিরে যায় পুন ফিরে আসে ॥
বিশেষত মায়াভরে না চলে চরণ।
কি করে কহিতে নারে প্রণয় কারণ ॥
ধন্যরে পিরিতী তোর পদে নমস্কার।
তব হেতু নাহি হয় ভয়ের সঞ্চার ॥
অবলা প্রবলা হয় কত করে রঙ্গ।
ইচ্ছা হয় তোর আমি পোড়াইব অঙ্গ ॥
যেমন মদন হল হর কোপে ছাই।
সেই মত ছাই তোরে করিবারে চাই ॥
বিলম্বেতে পরমাদ ভাবি নৃপরায়।
করে ধরি যামিনীরে অশ্বেতে বসায় ॥
উভয়ে সোয়ার হয়ে মারিল চাবুক।
তীরসম বেগে যায় দেখিতে কৌতুক ॥
কত দেশ এড়াইল কতশত বন।
পূর্ব্বদিগে রক্ত ছবি দিল দরশন ॥

জীবনের বারি অন্বেষণে গমন।

প্রভাতা হইল নিশি গেল অন্ধকার।
জীবন যামিনী দোঁহে যায় অনিবার ॥

নগরের মধ্য দিয়ে না করে গমন।
কানন ভিতরে অশ্ব চালায় সঘন ॥
ক্রমেতে বাড়িল বেলা হল দ্বিপ্রহর।
ক্ষিণাঙ্গী হইল ক্ষিণা কাঁপে থর থর ॥
তৃষিতা হইল ধনী না সরে বচন।
শুকাল প্রফুল্ল মুখ ভাসিছে নয়ন ॥
দুগ্ধ ফেণোপমা শয্যা না রুচিতো মনে।
অশ্ব রাখি ভূমীতলে রহিল শয়নে ॥
মৃদুস্বরে সকাতরে পতিপ্রতি কয়।
ওহে নাথ বারি বিনে প্রাণ নাহি রয় ॥
বারি অন্বেষণ কর রাখ হে জীবন।
নতুবা কাননে আজি ঘটিল মরণ ॥
প্রেয়সীর ভাব হেরি ভাবিত জীবন।
নবীন পল্লব ভাঙ্গি করয়ে ব্যজন ॥
কিঞ্চিৎ শীতলা ধনী হইল তাহাতে।
বারি অন্বেষণে রায় চলিল ত্বরাতে ॥
রায় কহে স্থির হও সুধাংশু বদনী।
এনে জল তৃষ্ণা দূর করিব এখনি ॥
নির্ভয়ে তরুর তলে কর হে শয়ন।
এখনি আনিব বারি চিন্তা কি কারণ ॥

ধনাঢ্য রাজা কর্ত্তৃক যামিনী হরণ।

এই মতে প্রমোদায় বুঝায়ে কুমার।
সরোবর অন্বেষণ করে অনিবার ॥
নিকটে সলিল বিন্দু দেখিতে না পায়।
ক্রমেতে চলিল দূরে ভাবি অনুপায় ॥
এখানে যামিনী ধনী বনে একাকিনী।

পতি তরে কাননেতে কাঁদিছে কামিনী॥
কোথা নাথ ফিরে এসো জলে কাজ নাই।
না হেরিয়ে চাঁদমুখ পরিত্রাণ নাই॥
আনিতে গিয়েছ বারি আসিবে এখনি।
বিলম্ব দেখিয়ে প্রাণ কাঁদিছে অমনি॥
এইরূপ বিনোদিনী কানন ভিতরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
হেনকালে সেই বনে ধনাঢ্য রাজন।
এসেছিল একেশ্বর মৃগয়া কারণ॥
দূরে হতে কামিনীরে করি দরশন।
অবাক হইল তার হেরিয়ে বরণ॥
হেরিয়ে তাহার ভাব ভাবিছে অন্তরে।
একাকিনী কে কামিনী কানন ভিতরে॥
হা নাথ হা নাথ বলি করিছে রোদন।
বুঝি পতি ছাড়া ধনী হয়েছে এখন॥
পতি তরে বিনোদিনী কাঁদিতেছে দুঃখে।
হেনকালে নরপতি আইল সম্মুখে॥
পর পতি দেখি সতী কাঁপে থর থর।
দ্বিগুণ প্রবল হল চিন্তারি সাগর॥
ত্বরায় সম্বরে বাস অধ কৈল শির।
ভয়ে কিন্তু হৃদয়েতে হতেছে অস্থির॥
জিজ্ঞাসে ধনাঢ্য রাজা মধুর বচনে।
কে তুমি রূপসী কেন আইলে কাননে॥
যে দেখি তোমারি রূপ কহিবারে নারি।
সত্য প্রকাশিয়ে বল হও কার নারি॥
আলু থালু বেশা কেশা হেরি কি কারণ।

কিদুঃখে হইয়ে দুঃখী করিছ রোদন ॥
রাজা যত জিজ্ঞাসিছে ধনীর গোচর।
তাহার বচনে রামা না দেয় উত্তর ॥
ক্রমে জোর করি রাজা কহিছে বচন।
নিরব বচনে মোর হলে কি কারণ ॥
যদ্যপি না দেহ ধনী মোরে পরিচয়।
এখনি ঘটিবে মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥
কম্পান্বিতা হল বালা তাহার বচনে।
বিধাতার বিড়ম্বনা মনে মনে গণে ॥
নিরব হইয়ে থাকা যুক্তি নহে আর।
কি জানি ঘটিবে মন্দ এ যে দুরাচার ॥
বিনয়ে কহিছে ধনী মৃদুস্বরে অতি।
বারি অন্বেষণ হেতু গিয়েছেন পতি ॥
বিলম্ব দেখিয়ে তাঁর ধৈর্য্য নহে মন।
এই হেতু কাননেতে করি যে রোদন ॥
শুনিয়ে ধনাঢ্য রাজা হাস্য করি কয়।
এইহেতু রসবতী দুঃখী অতিশয় ॥
আর কি তাহার তুমি পাবে দরশন।
অনুভব করি ধনী হবে সেই জন ॥
দেখিলাম চক্ষে যাহা শুন সে কারণ।
করিছে পুরুষ এক ব্যাঘেতে ভক্ষণ ॥
বোধ করি সর্ব্বাঙ্গ সে করেছে আহার।
তার চিহ্ন বিনোদিনী পাওয়া আর ভার ॥
বঞ্চকের বাক্য রামা করিয়ে শ্রবণ।
কদলি তরুর সম হইল পতন ॥

হা নাথ ত্যজিয়ে কোথা গেলেহে আপনি।
জলে স্থলে জল সোই ওহে গুণমণি ॥
যামিনীর ভাব হেরি দুর্ম্মতি রাজন।
হস্ত ধরি ভূমী হৈতে কৈল উত্তোলন ॥
একেতো পতির শোকে হয়েছে কাতর।
পরপতি স্পর্শ হেতু কাঁপে থর থর ॥
বিনয়ে কহিছে ধনী যুড়ি দুই কর।
ওহে মহাশয় মোরে হও কৃপাকর ॥
অবলা শরলা আমি তাহে একাকিনী।
বিশেষত নাথ বিনে হৈনু অনাথিনী ॥
আমারে ত্যজিয়ে তুমি নিজকর্ম্মে যাও।
প্রচণ্ড মর্ত্তণ্ডতাপে কেন দুঃখ পাও ॥
হাসিয়ে দুর্ম্মতি কহে দুঃখ কি আমার।
তোমারে হেরিয়ে হল আনন্দ অপার ॥
তব অকলঙ্ক মুখ করি নিরীক্ষণ।
আতপ তাপেতে তাপী হয় কিহে মন ॥
যদ্যপি তোমার পতি হয়েছে নিধন।
তার জন্য রসবতী চিন্তা কি কারণ ॥
এসহে আমার সনে মম নিকেতনে।
প্রধানা মহিষী করি রাখিব যতনে ॥
এদেশের নরপতি আমি রসবতী।
ইহাতে দুঃখিতা কিছু নাহও যুবতী ॥
ধনাঢ্যের বাক্য শুনি ধনী ভাবে মনে।
কি করি উপায় আর দুর্জ্জয় কাননে ॥
বুঝিলাম বিধাতার যত বিড়ম্বনা।
আমার কপালে দিল বৈধব্য যন্ত্রণা ॥

স্বামী গেল কুল সহ এবে যায় ধর্ম্ম।
ধন্যরে দারুণ বিধি এই তব কর্ম্ম॥
শুনিয়াছি রামায়ণে বাল্মীক লিখন।
এইরূপ হয়েছিল জানকী হরণ॥
হায় হায় একি দায় কি করি এখন।
এমন দুরাত্মা আমি না দেখি কখন॥
পতিশোকে মম অঙ্গ হল জ্বর জ্বর।
সীতত্ব নাসিতে দুষ্ট হইল তৎপর॥
অস্বীকার যদি হই তবে হবে মন্দ।
নাশিবে সতীত্ব ধর্ম জোরে করি দ্বন্দ॥
যাহা হউক যাওয়া ভাল দুরাত্মার সনে।
পরেতে নাশিব প্রাণ চাতরি সাধনে॥
মনোভাব মনে মনে করিয়ে গোপন।
ধনাঢ্যের সঙ্গে চলে শোকে দহে মন॥
নিজ অশ্বে আরোহণ করি যায় ধনী।
পতিশোকে পাগলিনী হল চন্দ্রাননী॥

যামিনীর খেদ।

পতিশোকে বিনোদিনী, ক্রমে হল পাগলিনী,
অশ্ব হতে হইল পতন।
অন্তরে অনল যার, সে কি সুস্থ রহে আর,
কিসে ভাব রহিবে গোপন॥
শিরে করাঘাত করে, ডাকিতেছে উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা নাথ দেহ দরশন।

সিংহের রমণী হয়ে, শৃগালে যাইছে লয়ে,
একি দুঃখ হয় সম্বরণ ॥
কোথাগো জননী মোর, বিপদ ঘটেছে ঘোর,
তব তনয়ারে দেখ এসে ।
বিপাকে পরাণ যায়, কারে কব হায় হায়,
অকুল সাগরে যাই ভেসে ॥
কোথা পিতা মহাশয়, দেখা দেহ এসময়,
যামিনীর দিন ফুরাইল ।
নাহি হবে দেখা আর, দেখা দেহ একবার,
মনোদুঃখ মনেতে রহিল ॥
কোথা ওহে সুরপতি, করিযে করুণা অতি,
মম শিরে হান বজ্রাঘাত ।
কোথা হর গঙ্গাধর, দাসীর যন্ত্রণা হর,
শূলঘাতে করহ নিপাত ॥
এপাপে কি আছে ত্রাণ, নাশিনু পতির প্রাণ,
ছার জল পিপাসার তরে ।
ধিকরে পরাণ ধিক, কি আর কব অধিক,
এখন রহেছ দেহ ঘরে ॥
মম সমা অনাথিনী, কোন রাজার নন্দিনী,
কোথায় না হয় দরশন ।
যার তরে ধন জন, করিলাম বিসর্জ্জন,
সেই জন হারালে জীবন ॥
ছাড়িয়ে গেলেন পতি, এবে হেরি কি দুর্গতি,
সতীত্ব না রহে বুঝি আর ।
কোথারে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
দিলে ভাল যন্ত্রণা অপার ॥

ধনাঢ্য রাজা যামিনীকে প্রবোধ দেয়।

ধনাঢ্য নৃপতি রায়, মৃদু মৃদু হাসি তায়,
কহিছেন শুন ধনী বলি।
রোদনে কি প্রয়োজন, কর শোক সম্বরণ,
ভেবে দেখ অনিত্য সকলি ॥
শুন শুন চন্দ্রাননী, নেত্র মুদি দেখ ধনী,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার।
তুমি আমি আর সব, সকলি হইব শব,
ভেবে দেখ কিছু নহে সার ॥
ছাড় ছাড় মনো দুঃখ, আমোদ প্রমোদ সুখ,
যতদিন পারহে করিতে।
ততদিন ভাল ভাল, নিকট হইলে কাল,
তিলেক না দিবে হে থাকিতে ॥
অতএব হে সুন্দরী, শোক সম্বরণ করি,
চল চল মম অধিকার।
অচিন্তা নগর দেশ, না রবে চিন্তার লেশ,
কত সুখ বাড়িবে তোমার ॥
দুষ্টের বচন বাণে, জ্বর জ্বর হয়ে প্রাণে,
পতিশোকে সতী অচেতন।
ধনাঢ্য বুঝায় যত, বিলাপ বাড়য়ে তত,
ধরাপরে করিল শয়ন ॥

জীবনের যামিনী অদর্শনে খেদ।

অন্য এক বনে গিয়ে, জীবন জীবন নিয়ে,
অতিশয় ত্বরিত গমনে।
উপনীত সেই বনে, যে বনে যামিনী ধনে,
গিয়েছিল রাখিয়ে যতনে ॥

সে বনে আসি জীবন, নাহি পায় দরশন,
ভাবে মনে এ কানন নয়।
বৃক্ষের নিশানা ছিল, নিকটে গিয়ে হেরিল,
সেই বন হইল নিশ্চয় ॥
চারিদিগে সে কাননে, ভ্রমে অশ্ব আরোহণে,
যামিনীরে না হেরে নয়নে।
নিশ্চয় ভাবিল মনে, খল বনজন্তুগণে,
নিধন করেছে সেই ধনে ॥
দেখি রায় নিরুপায়, সদা করে হায় হায়,
ভাবে কিসে পাইব সন্ধান।
দগ্ধ হয়ে শোকানলে, অশ্ব হতে ধরাতলে,
পড়িলেন হইয়ে অজ্ঞান ॥
ডাকিয়ে করে রোদন, কোথা ওহে প্রিয়জন,
জীবন এনেছি তব তরে।
কোথা আছ লুকাইয়ে, প্রাণ রাখ দেখা দিয়ে,
তৃপ্ত হও বারি পান করে ॥
হয়েছি কাতর অতি, শুন ওহে রসবতী,
দয়া কি হলনা তব মনে।
তব অদর্শনে প্রাণ, বিদরিয়ে যায় প্রাণ,
দেখ আসি হেরিয়ে নয়নে ॥
ওহে বিধি নিদারুণ, আমারে করিতে খুন,
কামিনীকে লইলি হরিয়ে।
কি আর বলি অধিক, পোড়া বিধি ধিক ধিক,
অবিচার কর কি লাগিয়ে ॥
শুন ওহে প্রাণপ্রিয়ে, যাও হে আমারে নিয়ে,
যথা তুমি গিয়েছ চলিয়ে।

নতুবা ত্যজিব দেহ, নাহিক কোন সন্দেহ,
যদি মোরে না যাও লইয়ে ॥
তিলেক অদেখা হলে, ভাসিতে নয়ন জলে,
ভাবিতেছে প্রলয় সমান।
এখন বুঝিছে প্রিয়ে, পাষাণে বেঁধেছ হিয়ে,
তেঁই মোর না কর সন্ধান ॥
তুমিত রাজার বালা, না জান দুঃখের জ্বালা,
মরি মরি কে বাদ সাধিল।
বুঝি কোন নিশাচরী, বনে পেয়ে একেশ্বরী,
তব প্রাণ হরণ করিল ॥
নাহি যাব নিকেতনে, বেড়াইব বনে বনে,
যতদিন না পাব তোমায়।
ততদিন হেথা রব, নতুবা হইব শব,
জীবন ধারণে কিবা দায় ॥
বুঝি কোন খলজন, তোমারে কৈল হরণ;
একাকিনী পাইয়ে নির্জ্জনে।
শত্রু হাতে সুঁপিবারে, প্রিয়ে আমি কি তোমারে,
আনিয়ে ছিলাম এই বনে ॥
কি করি কোথায় যাই, এ জ্বালা কোথা নিভাই;
ভেবে কিছু না পাই এখন।
শুনরে দুষ্ট শমন, আমারে কর হরণ,
যামিনীরে করেছ যেমন ॥
হয়ে উন্মাদে প্রায়, লুণ্ঠিত হয়ে ধুলায়,
সদা ডাকে কোথা প্রাণধন।
তব লাগি মরি মরি, আসিয়ে হৃদয়ো পরি,
জীবনের জুড়াও জীবন ॥

তোমারে হেরে স্বপনে, ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে বনে,
পাইলাম শুক পক্ষি তরে।
তুমিহে আমার লাগি, হয়েছিলে সর্ব্বত্যাগি,
মনে মনে জ্বর ছলা করে ॥

জীবনের দ্বিতীয়বার খেদ।

নৃপ নন্দন ভ্রমণ করে বনে।
হল চঞ্চল না হেরে প্রিয়জনে ॥
বনজন্তুগণে সুধায় যতনে।
হারে কেহ কি দেখেছ প্রাণধনে ॥
করুণা কর না কর ছলনা হে।
প্রাণ নাহি রয় বিনে ললনা হে ॥
কহে তরুগণে অতি শোকভরে।
যদি দেখে থাক বল কৃপা করে ॥
অতি উচ্চ দরশন সদা কর।
তাই সুধাই বিনয়ে যুড়ি কর ॥
গিয়ে পুষ্পবনে ভাসে আঁখি জলে।
অতি গর্জ্জিয়ে নিন্দিয়ে খেদে বলে ॥
তোরা হেরিয়ে প্রিয়ের রূপ ছটা।
নিলি হরিয়ে সকলে করি ঘটা ॥
করে ভাগ নিয়েছ সেরূপ ডালি।
সুদ্ধ আমার অন্তরে দিলি কালি ॥

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট যামিনীর
পলায়ন সংবাদ।

যামিনীর সহচীর সকলে মিলিয়ে।
নিত্য কর্ম্ম করিতেছে প্রভাতে উঠিয়ে ॥
রাখি যামিনীর মুখ প্রক্ষালিত বারি।

নিদ্রাভঙ্গ করাইতে গেল এক নারী ॥
দেখে যে যামিনী নাই শয়ন আগারে।
পালঙ্গ রয়েছে পড়ি বাসর মাঝারে ॥
হেরিয়ে মনেতে বড় আশ্চর্য্য হইয়ে।
সখীদের কাছে সখী কহে বিবরিয়ে ॥
অঙ্গ কাঁপে সহচরী কহিতে ডরাই।
ঠাকুঝী সয়নাগারে পালঙ্গেতে নাই ॥
শুনিয়ে আশ্চর্য্য কথা তাড়াতাড়ি করি।
যামিনী বাসরে এল যত সহচরী ॥
দেখিল গমন চিহ্ন ছিন্ন ভিন্ন ঘরে।
স্তব্ধ হয়ে কারো মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
কেহ বলে যামিনী গিয়াছে বহির্দ্দেশে।
কেহ বলে এ কথায় দুঃখে মরি হেসে ॥
কেহ বলে নহে সত্য তোমার ও কথা।
জীবনের বাসে গেছে নহেতো অন্যথা ॥
কেহ বলে সে বাসেতে যাওয়াতো উচিত।
থাকিলে উত্তম বটে নহে বিপরীত ॥
সুমতীয় বাক্যে তবে সুরঙ্গী তরাসে।
সত্তর করিয়ে গেল জীবনেরি বাসে ॥
দেখে যে জীবন নাই বাসেতে তাহার।
অবাক হইল অতি হেরি রুদ্ধদার ॥
ভয়েতে কাতর হয়ে সখীদের পাসে।
সুরঙ্গী আসিয়ে কহে মৃদু মৃদু ভাষে ॥
শুন সোই জীবনের বাসেতে যাইয়ে।
দেখিলাম সেজো নাই গিয়াছে চলিয়ে ॥

শুনি সখীদের মুখে না সরে বচন।
জানা গেল দোঁহে করিয়াছে পলায়ন ॥
নৃপতি শুনেন যদি এই সমাচার।
তখনি যে সবাকারে করিবে সংহার ॥
এক্ষণেতে চাহ যদি রাখিতে জীবন।
চল শীঘ্র রাণীরে জানাই বিবরণ ॥
যাহা হক রাণী করিবেন বিবেচনা।
এখানে বিলম্বে সখী কি ফল বলনা ॥
এত ভাবি সখীগণ কাঁপিতে কাঁপিতে।
রাণীর মন্দিরে গেল সজল আঁখিতে ॥
সখীদের ভাব হেরি কহে রাজ রাণী।
কি লাগি চঞ্চলা এত শীঘ্র বল বাণী ॥
রাণীর বচনে সখীগণ কাঁপে ডরে।
কি কহিবে কি বুঝাবে বাক্য নাহি সরে ॥
কহিতে ডরাই মাগো খেদে দহে মন।
যামিনীর অদ্য নাহি পাই দরশন ॥
ছিলেম ঘুমায়ে মোরা যামিনী যোগেতে।
যামিনী গেছেন চলি বৈদ্যের সঙ্গেতে ॥
কিছু নাহি জানি মোরা এসব ঘটন।
মিথ্যা যদি কহি হবে নরকে পতন ॥
ইহা শুনি মহারাণী অতি ত্বরান্বিতা।
কুসুম কাননে আসি হৈলা উপস্থিতা ॥
দেখিল তনয়া নাই করে হায় হায়।
ধরায় লোটায় রাণী ধরে রাখা দায় ॥
রাজার যামিনী অন্বেষণে সৈন্য প্রেরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী কন্যার কারণ।

একবারে রাজপুরে দিল দরশন ॥
সভাস্থ সকল লোকে হল চমৎকার।
রাজা ভাবে ইকি দায় ঘটিল আমার ॥
রাণীর করেতে ধরি শীঘ্র নৃপমণি।
অন্দর ভিতরে তবে আনিল আপনি ॥
রাণী কহে প্রাণনাথ কি কাজ ভুবনে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ যাইয়ে জীবনে ॥
রাজা কহে কি কারণ হলে উন্মাদিনী।
শীঘ্র বিবরিয়ে বল ওহে বিনোদিনী ॥
রাণী কহে কি বলিব দুঃখে দহে প্রাণ।
যামিনী বৈদ্যের সনে করেছে প্রয়াণ ॥
এত শুনি নরপতি হইল অজ্ঞান।
ডুবিল কলঙ্ক নীরে ধন প্রাণ মান ॥
ক্রোধে হুতাশন প্রায় হইল ভূপতি।
ঘুরিছে নয়ন দুটি আরক্তিম অতি ॥
রাণীরে রাখিয়ে রাজা বাহিরে আইল।
রাজার ক্রোধেতে সভা কাঁপিয়ে উঠিল ॥
অতি ক্রোধে মন্ত্রিবরে কহে মতিমান।
যামিনী বৈদ্যের সনে করেছে প্রয়াণ ॥
আনহ রক্ষকগণে কে ছিল উদ্যানে।
তখনি নাজির গিয়ে সবে ধরে আনে ॥
মার মার করে রাজা কাঁপিছে সঘন।
এমনি মারিল শুদ্ধ রাখিল জীবন ॥
শেষে রাজা আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণে।
অশ্বলয়ে চারি দিগে যাওহে এক্ষণে ॥
যেখানে দেখিতে পাবে করিবে বন্ধন।

নহিলে সবার শির করিব ছেদন ॥
রাজার আদেশ পেয়ে অশ্বারোহিগণ।
চারি দিগে ত্বরা করি করিল গমন ॥
ভূপতির আদেশেতে অশ্বারোহিগণ।
চারিদিগে অতি বেগে করে অন্বেষণ ॥
ওখানে জীবন নাহি পেয়ে প্রিয়জন।
ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে বনে করিছে রোদন ॥
কানন ত্যজিয়ে শেষে নগরেতে যায়।
সন্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ দেখিবারে পায় ॥
দেখিল অন্তর হতে করি নিরীক্ষণ।
যেন দুই অশ্ব আছে বৃক্ষেতে বন্ধন ॥
কাঁদিছে রমণী এক পড়িয়ে ধুলায়।
সন্মুখে বসিয়ে এক যুবক বুঝায় ॥
ইহা দেখি নৃপ-সুত অধিক সত্বরে।
সেইদিগে বেগে ধায় দুঃখিত অন্তরে ॥
ক্রমেতে নিকট যত হইল জীবন।
দেখিল যামিনী পড়ে করিছে রোদন ॥
শেষে উত্তরিল আসি প্রেয়সীর পাশে।
পতিরে দেখিয়ে ধনী নেত্র নীরে ভাসে ॥
ধনাঢ্য রাজারে দেখি জিজ্ঞাসে জীবন।
কে তুমি এ নারী লয়ে কর পলায়ন ॥
কাননে গিয়েছি আমি বারি অন্বেষণে।
ওরে দুষ্ট মম দারা হরেছ কাননে ॥
এখনি পাঠাব তোরে শমন নগর।
নতুবা ত্যজিয়ে যাহ শুনরে পামর ॥
জীবনের বাক্য শুনি ধনাঢ্য রাজন।

ক্রোধে কম্পান্বিত হয়ে কহিছে বচন ৷৷
কেরে তুই মরণের ঔষধি বেঁধেছ।
আগত হয়েছে কাল নিকটে এসেছ ৷৷
আমি লয়ে যাইতেছি আপন ভার্য্যায়।
তুমি কেন কেঁদে মর একি ঘোর দায় ৷৷
ফের যদি কথা কহ কেরেতে ফেলিব।
শমন ভবনে তোরে আমি পাঠাইব ৷৷
এত শুনি জীবন হইল ক্রোধান্বিত।
তিরস্কার ধনাঢ্যেরে করে যথোচিত ৷৷
ক্রমেতে উভয়ে ভাল সমর বাঁধিল।
পতির বিপদে ধনী কাতরা হইল ৷৷
নৃপ সুত, গুণযুত, মজবুত, রণে।
করে জোর, মুখে সোর, অতি ঘোর, মনে ৷৷
নৃপবরে, জোরে ধরে, ধরা পরে, ফেলে।
মারে কিল, লাগে খিল, বলে দিল, ফেলে ৷৷
চটাচট, ঘটাঘট, পটাপট, শব্দ।
ময়দান, কম্পবান, যত বাণ, স্তব্ধ ৷৷
এইরূপে, যুদ্ধ কূপে, দুই ভূপে, মগ্ন।
কেহ কারে, নাহি পারে, হারাবারে, যত্ন ৷৷
নৃপসুত, রোষযুত, পেয়ে জুত, ধরে।
শেষে বুকে, চাপে সুখে, ফেলে দুঃখে, পরে ৷৷
বুকে চাপি দম্প করি কহিছে জীবন।
ওরে বেটা কেটা তোরে রাখিবে এখন ৷৷
যত বল করেছিল ফুরাল সকল।
এখনি উচিত মতে দিব প্রতিফল ৷৷
হেনকালে রণস্থলে অশ্বারোহিগণ।

উপনীত হল আসি সদল শমন ॥
বদন ফিরায়ে রায় করে নিরীক্ষণ।
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝিল জীবন ॥
অতি উচ্চৈঃস্বরে বলে শুন সৈন্যগণ।
এইবেটা যামিনীরে করিল হরণ ॥
এখানে পাইয়ে দেখা যুদ্ধ করি কত।
পড়েছে রণেতে শেষে বল হয়ে হত ॥
শীঘ্র করি তব অসি দেহ মম করে।
এখনি লইব প্রাণ কেবা রক্ষা করে ॥
দেখা পেয়ে হরষিত অশ্বারোহিগণ।
ত্বরাত্বরি তরবার করিল অর্পণ ॥
সেই তরবার ধরি ত্বরায় জীবন।
মহাক্রোধে তার মুণ্ড করিল ছেদন ॥
মরিল ধনাঢ্য রাজা ভাসিল রুধিরে।
ধন্য ধন্য করে সতী আপন পতিরে ॥
পরে তার মুণ্ডহস্তে করিয়ে ধারণ।
যামিনী সহিত যায় সঙ্গে সৈন্যগণ ॥
চিন্তায় ব্যাকুল কিন্তু না চলে চরণ।
ক্রমে রাজপুরে আসি দিল দরশন ॥
ভূপতি বসিয়ে আছেহয়ে কম্পবান।
হেনকালে কাটামুণ্ড করিল প্রদান ॥
যামিনীরে লয়ে গেল সবে রাণীপাশে।
তনয়া পাইয়ে রাণী আহ্লাদেতে ভাসে ॥

অশ্বারোহি কর্ত্তৃক রাজার যামিনী হরণ
বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং জীবনের প্রতি

ক্রোধ পরিত্যাগ ।

হেরে বৈদ্যেরে তখন, হেরে বৈদ্যেরে তখন ।
কাটরে কাটরে শির কহিছে রাজন ।।
বুঝি ভূপতির মতি, বুঝি ভূপতির মতি ।
বিনয়েতে নৃপসুত কহিছে ভারতী ।।
ও হে ধর্ম্ম অবতার, ওহে ধর্ম্ম অবতার ।
অবিচারে করে বধ এ কোন বিচার ।।
মোর নাহি কোন দোষ, মোর নাহি কোন দোষ ।
অধীন জনার প্রতি কেন কর রোষ ।।
আমি কব আর কায়, আমি কব আর কায় ।
পর উপকার করি মম প্রাণ যায় ।।
রাজা শুনিয়ে বচন, রাজা শুনিয়ে বচন ।
কিবা উপকার তুমি করেছ দুর্জ্জন ।।
শুনি কহিছে জীবন, শুনি কহিছে জীবন ।
কিবা ফল মোর মুখে করিয়ে শ্রবণ ।।
এবে জিজ্ঞাস রাজন, এবে জিজ্ঞাস রাজন ।
দেখিয়াছে নয়নেতে অশ্বারোহিগণ ।।
এত করিয়ে শ্রবণ, এত করিয়ে শ্রবণ ।
অপাঙ্গেতে সৈন্য পানে চাহিল রাজন ।।
বুঝি রাজার অন্তর, বুঝি রাজার অন্তর ।
বিবরিয়ে সৈন্যগণ বলে যুড়ি কর ।।
অবধান নরপতি, অবধান নরপতি ।
কহিব সকলে মোরা যথার্থ ভারতী ।।
মোরা অশ্ব আরোহণে, মোরা অশ্ব আরোহণে ।
অন্বেষণ করিতেছি নানা বনে বনে ।।
হেনকালে আচম্বিত, হেনকালে আচম্বিত ।

দেখিলাম কবিরাজ রণেতে মোহিত ॥
এই ছিন্ন শির যার, এই ছিন্ন শির যার ।
হরিয়ে লইয়ে ছিল সুতারে তোমার ॥
অস্ত্র করিয়ে ধারণ, অস্ত্র করিয়ে ধারণ ।
শেষেতে জীবন এর বধিল জীবন ॥
রাজা কবিরাজ ধন্য, রাজা কবিরাজ ধন্য ।
এমন সুযোদ্ধা মোরা নাহি দেখি অন্য ॥
এত করিয়ে শ্রবণ, এত করিয়ে শ্রবণ ।
ছিন্ন শির নরপতি করে দরশন ॥

জীবনের ছদ্মবেশ প্রকাশ ।

সৈন্যের বচনে রাজা হইল শীতল ।
জীবনে লইল ক্রোড়ে চক্ষে বহে জল ॥
ওরে বাছা জীবন রহিল মনে কালী ।
না জানিয়ে তোরে কত দিয়েছিরে গালি ॥
তোমার এধার আমি সুধিতে নারিব ।
তোমারে কখন আমি নাহি ছেড়ে দিব ॥
জীবন শুনিয়ে কহে যোড় করি কর ।
আমি তব চিহ্নিত জানিহ দণ্ডধর ॥
অধীনে এতেক বলা সম্ভব না পায় ।
চিরদিন মত আমি বিকাইনু পায় ॥
রাজা কহে বৎস বাছা শুনি সে কারণ ।
কি রূপে কাননে তুমি করেছিলে রণ ॥
তুমি নহ রাজপুত্র যুদ্ধ জ্ঞান নাই ।
এমনে সাহস হল শুনিবারে চাই ॥
রাজার বচন শুনি নৃপতি নন্দন ।
হাস্য করি নৃপবরে করে নিবেদন ॥

যুদ্ধের সংবাদ রাজা সুধালে এখন।
কিন্তু পরিচয় দিতে নাহি সরে মন ॥
রাজা বলে পরিচয়ে কিবা আছে ভয়।
ত্বরায় আমারে তুমি দেহ পরিচয় ॥
হেট মুখে নৃপ পাশে কহিছে জীবন।
শুন রাজা অধীনের যত বিবরণ ॥
কর্ণাট নগর পতি তেজপুঞ্জ রায়।
তাহার নন্দন আমি শুন নর রায় ॥
ধন জন পরিজন ভাবিয়ে অসার।
তপস্যায় রত মন ছিল অনিবার ॥
এখানে আসিয়ে যবে হৈনু উপস্থিত।
যামিনীর রোগ শুনিলাম আচম্বিত ॥
লোকে বলে অসাধ্য হয়েছে সেই জ্বর।
এই হেতু আইলাম তোমার গোচর ॥
তব শ্রদ্ধা জন্মাইতে দিনু পরিচয়।
হইলাম সভামাঝে বৈদ্যের তনয় ॥
পরিচয় শুনি রাজা আশ্চর্য্য হইল।
স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল অমনি রহিল।
ওরে বাছা জীবন ক্ষমিবে মোর দোষ।
কতুই বলেছি মন্দ না করিহ রোষ ॥
তব পিতা যত নৃপতির শিরোমণি।
তব আগমন হেতু মনে ধন্য গণি ॥
যদি বাছা বাঁচাইলে যামিনী রতন।
এখন কাহারে আমি করিব অর্পণ ॥
কৃপা করি যামিনীরে করহ গ্রহণ।

ইথে ভিন্ন মত বাছা না হয় কখন ॥
শুনিয়ে জীবন ছলে নৃপতিরে কয়।
মম অভিলাষ বলিয়াছি মহাশয় ॥
সংসার ধর্ম্মেতে আর নাহি লয় মন।
ইচ্ছা আছে কিছু দেশ করিব ভ্রমণ ॥
রাজা কহে ও কথায় নাহি প্রয়োজন।
বিভা যদি নাহি কর ত্যজিব জীবন ॥
রাজার স্বভাব দেখি নৃপতি তনয়।
ভাল বলি দিল সায় প্রফুল্ল হৃদয় ॥

রাজার রাণীর নিকট গমন ও জীবন যামিনীর বিবাহ।

পুলক অন্তরে রাজা অন্দরেতে যায়।
রাণী ক্রোড়ে যামিনীরে দেখিবারে পায় ॥
তনয়ারে ক্রোড়ে রাজা নিলেন তখন।
যামিনী পিতারে হেরি করয়ে রোদন ॥
শেষে রাজা মহিষীরে কহে বিবরণ।
শুনিয়ে মহিষী হল আহ্লাদে মগন ॥
রাজপুরে আনন্দের সীমা আর নাই।
বিবাহের আয়োজনে মাতিল সবাই ॥
বিবিধ বাজনা বাজে বর্ণিবারে নারি।
আনন্দে মগন হল যত কুল নারী ॥
পরে শুভ দিন রাজা করি নিরূপণ।
অকাতরে দীন জনে করে বিতরণ ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে সুবিজ্ঞ রাজন।
জীবনে যামিনী ধন করে সমর্পণ ॥
বাসর বর্ণিতে মোর পুঁথি বেড়ে যায়।

বিশেষতঃ বর্ণনা করেছি সমুদয় ॥
জীবন যামিনী দোহে প্রকাশ্য মিলনে।
নিরবধি এক স্থানে রহে হৃষ্ট মনে ॥
রাজ রাণী জামতা পাইয়ে মম মত।
আনন্দেতে দিবানিশি মগ্ন অবিরত ॥

জীবনের যামিনী সহ স্বদেশে গমন।

এইরূপে কিছু কাল বঞ্চে যুবরাজ।
স্বদেশে যাইতে হবে ইথে নাহি ব্যাজ ॥
এক দিন নৃপবরে কহিল কুমার।
অধিক চঞ্চল মন হয়েছে আমার ॥
যাইব আপন দেশে দেহ অনুমতি।
জনক জননী হেতু স্থির নাই মতি ॥
আবার আসিব হেথা শুন দণ্ডধর।
রহিতে না পারি আর হয়েছি কাতর ॥
জীবনের বাক্যে রাজা সুখে দিল সায়।
জীবন যামিনী লয়ে স্বদেশেতে যায় ॥
কিছু দিন পরে তবে নৃপতি তনয়।
ক্রমে উত্তরিল আসি আপন আলয় ॥
রাজা রাণী কেঁদে কেঁদে হয়ে ছিল সারা।
হারা পুত্র পেয়ে গৃহে জুড়াইল তারা ॥
পুত্র পুত্র বধূ লয়ে আনন্দে অপার।
সকল গৃহেতে হল আনন্দ সঞ্চার ॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।